প্রধান। কাগজে বেরুবে। কাগজে বেরুবে। তা কী হবে তাতে করে।

২য় ফটোগ্রাফার। কী আবার হবে, লোকে দেখবে, জানবে দেশের অবস্থাঙ্গ

প্রধান। দেশের অবস্থাঙ্গ তা পাবে কোথায় তারা কাগজঙ্গ

২য় ফটোগ্রাফার। কেন কিনে পড়বে।

প্রধান। কিনে পড়বে?

২য় ফটোগ্রাফার হ্যাঁ।

প্রধান। আপনারা বিক্রি করবেনঙ্গ

২য় ফটোগ্রাফার। বিক্রি—হ্যাঁ তা বিক্রি না করলে পাবে কোত্থেকে লোকে কাগজঙ্গ

প্রধান। ও, তাও তো বটে। তা ভালো, কন্দ্বকালের ছবির কারবার। কন্দ্বকালের ছবির ব্যবসা। তা ভালো, কিন্তু আমারে কী করতে হবে এখন?

১ম ফটোগ্রাফার। তোমাকে, এই একটুখানি উঠে দাঁড়াবে আর কী। একটুখানি উঠে—

প্রধান। এমনি উঠে দাঁড়াবঙ্গ

২য় ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ, অমনি একটু দাঁড়াবে আর কী। পয়সা দেবখ'ন তোমায়। পয়সা দেবখ'ন।

প্রধান। পয়সা দেবে। তা দিয়ো। আমারে তোমরা পয়সা দিয়ো। তা এই মাটির হাঁড়িটা হাতে করে দাঁড়াব বাবু। হাতে করে দাঁড়াব মাটির হাঁড়িটাঙ্গ বেশ দেখতে হবেখ'ন। বেশ ভালো দেখতে হবে'খন।

২য় ফটোগ্রাফার। হাতে নেবে—হাঁড়িটা—জ্বপ্রথম ফটোগ্রাফারের ইন্দ্বিগতেৰ তা নাও, নাও।

প্রধান। জ্বউঠতে উঠতেৰ হ্যাঁ তাই নেই, তাই নেই। হাতে করে দাঁড়াই হাঁড়িটা। হাতে করে দাঁড়াই—তো ন্যাও, তোলো এইবার, ছবি তোলো। কন্দ্বকালের ছবি তোলো—

২য় ফটোগ্রাফার। রয়ঙ্গ রয়ঙ্গ গেট রেডি।

প্রধান। তোলো, কন্দ্বকালের ছবি তোলো।

১ম ফটোগ্রাফার। জ্বছবি তুলে হাসতে হাসতেৰ ব্যস, এ তো কতক্ষণ আরঙ্গ

প্রধান। হয়ে গেছেঙ্গ

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ দাদা, হয়ে গেছে। এক সেকেণ্ডের তো ব্যাপার। এই নাও, তোমায় পয়সা দেব বলেছিলাম, এই নাও।

প্রধান। হ্যাঁ, পয়সা দেবে বলেছিলে, পয়সা দাও।

১ম ফটোগ্রাফার। জ্বপয়সা দিয়েৰ কেমন, খুশি তোঙ্গ আ২৬ঙ্গ—দি গ্রেট প্যাটরিয়ার্ক।

ডপয়সা দিয়ে ফটোগ্রাফারের প্রস্টথান।

প্রধান। যাও বেচোগে, কন্দ্বকালের ছবি বেচোগে। যাও যাও।

জ্বআবার সেলাই করতে বসে।

নেপথ্যে ঢ্যাঁড়া পেটার শব্দ—কী একটা যেন ঘোষণা করে দেওয়া হ২৬।

একটু পরেই ঢোল শহরৎ করতে করতে জনৈক ডোমের প্রবেশ।ৰ

ডোম। ‌‌ঢোলে তিনটি ঘা মেরে আরে বাজারখোলামে খিচড়ি দেওয়া হোবে। ভিখারি লোগোঁ সব বাজারখোলা চলা যাও।

(ডুম, ডুম, ডুম—ঢোলে আবার তিনটি ঘা মারে।)

জনৈক ভিখারি। (কৌতুহলী হয়ে) কোথায় বাবা, কোথায় খিচুড়ি দেবে?

ডোম। বাজারখোলা বাজারখোলা। (ঢোলে তিন ঘা মেরে) বাজারখোলামে খিচুড়ি দেওয়া হোবে ভিখারি লোগোঁ সব বাজারখোলা চলা যাও। (তিন ঘা)

(ঘোষণা শুনে ভিখারিদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যায়। নিজের নিজের তল্পিতল্পা গুটিয়ে সকলেই বাজারখোলার উদ্দেশ্য রওনা হয় তাড়তাড়ি।)

রাধিকা। (চিৎকার করে ডাকে) ও বিনো, বিনো রে। (কুঞ্জকে) ওগো বিনো কোথায় গেল গো? য়্যাঁ, ও বিনো—দ্যাখো গে সে হয়ত আগে ভাগে গিয়েই বসে আছে, যত সব— ওমা, তা বলে তো যাবে, কী কাণ্ড—

(দু-একজন ভিখিরি ও প্রধান ছাড়া কুঞ্জ রাধিকা প্রভৃতির দ্রুত প্রস্থান। প্রধান কাঁধের ওপর ছেঁড়া কাঁথা, জামা আর বিশ্বের আবর্জনা চাপিয়ে মুখ নিয়ে ডোমের কথার অনুকরণ করতে থাকে।)

প্রধান। বাজারখোলা খিচুড়ি দেওয়া হবে, সব বাজারখোলা চলে যাও। ডুম্, ডুম্, ডুম্। সব বাজারখোলা চলে যাও। ডুম্, ডুম্, ডুম্, ডুম্।

(অন্য ভিখারিদের পিছুপিছু প্রধানের প্রস্থান। জনৈক টাউটের প্রবেশ। লিকলিকে চেহারা। জুলজুলে দৃষ্টি। ঢুকেই পার্কের বেঞ্চের এককোণে বসে বিড়ি টানতে টানতে চারিদিকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে বিনোদিনী প্রবেশ করল।)

বিনো। ওমা, এরা সব গেল কোথায় গো?

(টাউট মুচকি মুচকি হাসে।)

কী করি এখন। ওগা বাবু, বলতে পারো এরা সব গেল কোথায়? আমি বাবু একটু ভিক্ষেয় বেরিয়েছিলাম। এসে দেখি—এখন কোন দিকে যাই আমি—

টাউট। বলা-তো মুশকিল এখন কোন্ দিকে গেছে ওরা? তা—

বিনো। হায় হায় হায় হায়, কী করি এখন আমি?

টাউট। সন্দেগ কে ছিল তোমার?

বিনো। কী বললেন বাবু?

টাউট। না বলছি বলি সন্দেগ আপনার জন তোমার কারা ছিল?

(বিনোদিনী নিরুত্তর।)

স্বামী আছে তোমার?

বিনো। ছিল, ফেলে চলে গেছে।

টাউট। ফেলে চলে গেল। এই সোনার পারা মুখ তোমার বাছা, ফেলে চলে গেল এমন একলাটি। ভারি অন্যায় কথা। এখন এই শহর-বাজার, মজ্জলোকের অভাব নেই—মুশকিলের কথা।

বিনো। জ্বক রুণভাবেৰ কী করি এখন বাবু আমি?

টাউট। মেয়েমানুষ তুমি বাছা, কিই বা করতে বলব তোমায়—

বিনো। আপনি বাবু এট্টু সগুধান করি দিন, বাপ আমার।

টাউট। সগুধান আমি এখন কোথায় করি বলো তো চট করে। কত লোকই তো এসেছে শহরেঙ্গ আর তাদের মুখ চিনলেও বা কথা ছিল। সগুধান করলেই কি আর সগুধান মিলবেঙ্গ সে অসম্ভব— আ২৬া দ্যাখো বাছা, আমি তোমার জন্যে যেটুকু করতে পারি বলি। দ্যাখো, এখানে আমার জানা-শোনা এক ভদ্দরলোকের বাড়ি আছে। বলে কয়ে আমি হয়তো সেখানে তোমার খাবার থাকবার একটা বজ্রোবস্তু করে দিতে পারি। এই আর কি টুকিটাকি কাজকর্ম করলে সংসারের, আর দুটি দুটি খেলে, বাড়ির বাবু খুব লোক ভালো, একেবারে শিবতুল্য— এখন কথা কী, যে আপাতত সেখানেই না হয় ক'দিন থাকলে, তারপর এদিকে আমিও খোঁজ পত্তর করে দেখলাম.....কী বল?

বিনো। আপনি আমার মা-বাপ বাবু।

ডটাউট উঠে দাঁড়ায়।

টাউট। খাবার থাকবার সেখানে তোমার কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়, তবে বড়লোক মানুষ, অগাধ টাকা পয়সা, মাঝে মাঝে একুট আদটু আবদার-টাবদার হয়তো করবে, এই। তা ছাড়া একেবারেই মাটির মানুষ, মন জুগিয়ে চলতে পারলে দেখবে সে তোমার একেবারে.....তো নাও, এসো এসো। তোমার ভাগ্যি ভালো বুঝলে, যে, হে হে কী আর বলি, এসো এসো।

ডউভয়ের প্রস্থান।

জ্বপটক্ষেপৰ

তৃতীয় দৃশ্য

শহরের রাজপথ। পাশেই এক ধনীর আবাসভবন। সামনের ফটক দিয়ে যা২৬ সুবেশ পুরুষ ও মহিলারা ঢুকছেন বেরু২৬ন। ফটকের ভেতরে ঢুকতে ডাইনে বাঁয়ে সারবজ্রী ভেনেস্তা কাঠের চেয়ারগুলোর গা বেয়ে যেন বজলি বাতির আলো চঁইয়ে পড়ছে। অজ্রুরমহল থেকে সানাই এর সুর কেঁদে কেঁদে উঠছে— আশাবরীর আলাপ চলেছে বিলম্বিত তানে। হাসির লহরী তুলে কলহাস্যমুখর একদল তরুণী যেন এক ঝাঁক প্রজাপতির মতোই উড়ে বেরিয়ে গেল ফটকের ভেতর দিয়ে। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সপারিষদ বাড়ির বড়োকর্তা। অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করেছেন এই যে আসুন— বসুন।' তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে দশ বারো বৎসরের একটি ফুটফুটে মেয়ে, হাতে তার এককাড়ি বেলকুঁড়ির মালা। এই

গেল মঞ্চের ডানদিকের ব্যাপার। আর মঞ্চের বাঁ দিকের এক কোণে অর্ধবৃত্তাকারে দেখা যাবে একটা ডাস্টবিন—অস্পষ্ট। কুঞ্জ ও রাধিকা ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট কলাপাতার স্তূপ ঘেঁটে আহার্য সন্ধান করছে। কিন্তু আলোর অস্পষ্টতার দরুণ ওদের কাউকেই ভালো করে ঠাহর করা যাবে না। ডাস্টবিনের আশপাশ থেকে মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ কুকুরের গোঙানি স্পষ্টভাবে শোনা যাবে। প্রধানকে খানিকটা স্পষ্টই দেখা যাবে। ফটক থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে বড়োবাড়ির দিকে হাত তুলে কাতর আবেদন জানাবে সে দুটি ভাতের জন্য। একটু পরে রাধিকাকেও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। মুখে তারও দুটি অন্নের কাতর প্রার্থনা। হঠাৎ ডাস্টবিনের কাছটার একটা কুকুর গর্জে ওঠে। সন্দেগ সন্দেগ কুঞ্জও চেঁচিয়ে ওঠে পাশব আক্রোশে। মুহূর্তকাল পরেই দেখা যায় কুঞ্জকে—ক্ষত বিক্ষত হাতটা তুলে ধরে আলোর দিকে এগিয়ে আসছে। দংশন ক্ষত হাত থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে মাটিতে। জ্বলখণ্ডদৃশ্য দুটি দেখাবার জন্য স্পটলাইটের সাহায্য নেওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়।

বড়োকর্তা। জ্বজনৈক ভদ্রবেশী আগন্তুককে একটা ফুলের মালা দিয়ে সংবর্ধনা করেব এই যে আসুন, আসুন জ্বমুখে হাসিব হেঃ হেঃ আসুন।

ড প্রতিনমস্কার জানিয়ে ১নম্বর ভদ্রলোক বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন সরাসরি। গল্প করতে দুই ও তিন নম্বর ভদ্রলোকের প্রবেশ।

২য় ভদ্রলোক। আসল কথা কী জান ভাই, টাকা, টাকা। টাকায় সব করে। আমাদের বাঙালি বিজনেসম্যানদের টাকা কোথায়ঙ্গ যাও বম্বে, আমেদাবাদ, দেখবে—

ড বড়োকর্তাকে দেখে একগাল হেসে.

আরে, লেট করে ফেল্লাম নাকি?

বড়োকর্তা। জ্বহেসেব আরে এসো এসো, ভায়া এসো, ভায়া এসো। তারপর মুখুবে ্য কোথায়? নির্মলবাবু এলেন না?

২য় ভদ্রলোক। জ্বহাত তুলেব আসছে, আসছে সবাই আসছে। জ্বপেছনে তাকিয়ে বিস্মিতের ভন্দিগতেব আরে, কৈ হে, আবার পেছনে পড়লে ক্যানোঙ্গ বলি, হ্যাঁ হে মুখুবে ।

২য় ভদ্রলোক। তারপর, বড়োবাবু যে একেবারে দেখি—উঃ—হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ।

ড নেপথ্যে 'মাগো মাগো' ধ্বনি। নির্মলবাবুর প্রবেশ।

নির্মলবাবু। জ্বএগিয়ে এসেব এই যে দাদা।

২য় ভদ্রলোক। আরে এসো এসো। নির্মলবাবু এসো।

৩য় ভদ্রলোক। ব্ল্যাক আউটের বাজারে চলাফেরা করাই দায়, আর.....

বড়োকর্তা। আর বোলো না ভায়া। একে ব্ল্যাক আউট, তারপর আবার এই ওয়েদার। আমারই দুরদৃষ্ট আর কীঙ্গ এখন ভালোয় ভালোয় কাজটা—

২য় ভদ্রলোক। হ্যাঁ, তারপর কতজনকে নেমন্তন্ন করলে?

বড়োকর্তা। তা-ভাই হাজার খানেক হবে। ছেঁটে কেটে ওর চেয়ে আর কমতি করা গেল না।

৩য় ভদ্রলোক। পুরোপুরি এক হাজার? বল কী হে, পঞ্চাশ জনের জায়গায় এক হাজারঙ্গ ভারতরক্ষাবিধানে লটকে যাবে যে বাবা।

বড়োকর্তা। হ্যাঁ ও বিধান আছে, আইন আছে, আবার আইনের ফাঁকও আছে জ্বহাসিৰ আর কী করেই বা কম করি বল? এই তো ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড রিলেশন্ যা এখানে রয়ে গেছে, তাঁদের সংখ্যাই তো তোমার শ' পাঁচেকের কম নয়। তারপর—

ড নেপথ্যে 'মাগো মাগো' ধ্বনি।

২য় ভদ্রলোক। তা তো বটেই। তা আর হবে না। এ আর একটা বেশি কথা কী হল। এই তো তোমার গিয়ে গত এপ্রেলে, আমার নাতির অন্নপ্রাশনের সময়, বিয়ে-সাদির মতন সে তো আর তেমন একটা বিরাট কায্যি নয়, তবু ছেঁটে কেটে শ আষ্টেকের কম কিছুতেই করতে পারলাম না। আর এ তো তোমার গিয়ে রীতিমত একটা বিয়ের ব্যাপার।

নির্মলবাবু। তা হলে তো রাজসিক ব্যাপার করে ফেলেছ হে দেখছি রায় মশাই, য়্যাঁঙ্গ হাজার খানেক লোক খা২৬, এই বাজারে, চাড্ডিখানি কথা নয়।

১য় ভদ্রলোক। তবেঙ্গ

নির্মলবাবু। তা জিনিসপত্তর ঠিক মতো জোগাড় করতে পাচ্ছো তো? কোনো অসুবিধে হয়নি।

বড়োকর্তা। অসুবিধে মানে, চোরাবাজার। চোরাবাজার। চোরাবাজার যদ্দিন আছে ততদিন—

২য় ভদ্রলোক। তার আর কী করবে কী করবে ভাই। সত্যি কথা বলতে গেলে এই চোরাবাজারটি ছিল বলে তাই এখনও কিছুতে আটকা২৬ না, নইলে—করবে কী লোকে বল? ব্ল্যাক মার্কেটের সুবিধে না নিয়ে উপায় কী? বেশি কী কথা এই ধরো না সামান্য চিনির ব্যাপারটাইঙ্গ সংসারে গিন্নি বলেন মাসে অতি কম দেড় মন চিনি তাঁর চা-ই নইলে মানে ওদিকে সে একেবারে বুঝতেই পারছ, ডেডলক, কমপ্লিট ডেডলক। তা এখন কোথায় পাবে তুমি এই চিনি। ওপ্ন মার্কেটে যাও, নেই নেই নেই নেই, হাত উলটেই বসে আছে সব দোকানিরা। কোথাও পাবে না তুমি এই চিনি। কী করবে? তা ও বেঁচে থাক বাবা ব্ল্যাক মার্কেট, বেঁচে থাক আমার মজুতদার, না হয় চতুর্গুই পয়সা নেবে, জিনিসটি তো ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে। করব কী বল, পয়সা তো আর সন্দেগ যাবে না।

নির্মলবাবু। সে পয়সা যাদের আছে তারা বলতে পারে এ কথাঙ্গ কিন্তু সমস্যা হ২৬ যে বেশির ভাগ লোকেরই আবার নেই কি-না?

২য় ভদ্রলোক। দ্যাখো নির্মলবাবু, অত কথা ভাবতে পারব না বুঝলে, অত কথা ভাবতে পারব না। সংসারে অন্যায় অবিচার দিনরাত চবিতশ ঘণ্টার ভেতর লাখো লাখো ঘটছে। এখন

সব কিছুর বিরুদ্ধেদাঁড়াতে গেলে নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজকর্ম তো দেখি সব বণ্ডধ করে দিতে হয়।

নির্মলবাবু। তা দিতে হয় দেবে। তা বলে—যেটা অন্যায় তাকে প্রশয় দিতে হবে?

২য় ভদ্রলোক। দেবঙ্গ ব্যবসা-বাণিজ্য সব বণ্ডধ করে দেবঙ্গ জ্বসহাস্যেৰ খুব রসিকতা করতে পারো যা হোক তুমি নির্মলবাবু।

ড বড়োকর্তা, তৃতীয়ভদ্রলোক সবাই হো হো করে হাসেন।

বড়োকর্তা। চলো যাই চলোচ ভেতরে চলো।

ড ভদ্রলোকদের প্রস্টথান।

সন্দেগ সন্দেগ ডাস্টবিনের কাছে স্পটলাইটটা জ্বলে ওঠে।

কুকুরটা গর্জে উঠে যেন কাউকে কামড়ে দিলে মনে হয় আর্তনাদ শুনে।

দেখা যায় কুঞ্জ তার ক্ষতবিক্ষত হাতখানা তুলে ধরে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

প্রধান। জ্বঅণ্ডধকারের ভেতর থেকেৰ দুটো খেতে দাও বাবু। ও বাবারা.....

রাধিকা। জ্বসভয়েৰ ওমা—একেবারে কামড়ে খেলে গো।

ড রাধিকা কুঞ্জর দিকে ছুটে যায় ডাস্টবিনের কাছ থেকে।

জ্বকুকুরের প্রতিৰ ভারি পাজি কুকুর তো। কামড়ে দিলে গাঙ্গ জ্বকুকুরকেৰ দুর হারামজাদা লক্ষ্মীছাড়া কুকুর। ঝাঁটা মারো মুখে, ঝাঁটা মারো। ছাই খা, ছাই খা। দূর—থু থু—

ড আক্রোশে থুথু ছিটোতে থাকে। নেপথ্যে কুকুরের গোঙানি শোনা যায়।

ওমা এ যে অনেকখানি কামড়ে নিয়েছে দেখছি। ওমা আমার কী হবে গো। ইস্—স্—স্।

ড ত্রস্তে পরনের কাপড়টা ছিঁড়ে একফালি ন্যাকড়া বার করে বেঁধে দেয় কুঞ্জের হাতে।

প্রধান। জ্বনেংটি পরে দাঁড়িয়ে বড়ো বাড়ির দিকে হাত তুলে চেঁচা২৬ৰ আর কত চেঁচাব বাবু দুটো ভাতের জন্য। তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু—কিছু কানে শোন না? অন্ত্র রকি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবুঙ্গ ও বাবারা—বাবু—কত অন্ন তোমাদের রাস্তায় ছড়াছড়ি যা২৬ বাবু, আর এই বুড়ো মানুষটাকে এক মুঠো অন্ন দিতে তোমাদের মন সরে না বাবু। বাবু—তোমাদের কি প্রাণ নেই বাবুঙ্গ ও বাবারা, বাবু—ও বাবারা—

ড প্রস্টথান.

রাধিকা। জ্বকুঞ্জের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতেৰ খুব যন্ত্রন্না হ২৬, নাঙ্গ জল এনে দেব জল? একটু জল খাবে?

কুঞ্জ। না।

কুঞ্জ তাকিয়ে থাকে রাধিকার দিকে সাশ্রুচোখে। রাধিকাও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে ফ্যাল ফ্যাল করে কুঞ্জর দিকে চেয়ে থাকে। চোখে তারও জল ভরে আসে সব কিছু স্মরণ করে। গভীর মমতায় রাধিকা শুধু কুঞ্জর কপালের ওপর থেকে বিস্রস্ত চুলগুলো সরিয়ে দেয়। হঠাৎ কেঁদে ফেলে। কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকার দিকে চ তারপর বাঁ হাতখানা দেয় রাধিকার মাথার ওপর।

ৠপটক্ষেপৰ

চতুর্থ দৃশ্য

ৠহারু দত্তের বাড়ি। দুপুরবেলা সামনের-বারান্দায় জলচৌকির ওপর উবু হয়ে বসে তামাক টানছে হারু দত্ত। খানিকটা দূরে বারান্দার এক কোণে জনতিনেক অল্প বয়সী গেঁয়ো স্ত্রীলোক গায়ে কাপড় জড়িয়ে বসে আছে। তাদের মধ্যে দুজন পেছন ফিরে বসে আছে। আর একজন, নাম খুকীর মা— বাল্য বিধবা, হারু দত্তের মুখোমুখি বসে বেশ সপ্রগলভ ভাবেই কথা বলে যা২৬। আর একজন প্রৌঢ় গেঁয়ো লোক উঠোনে বসে আছে।ৰ

হারু দত্ত। ৠহুঁকোয় বিলম্বিত টান মেরেৰ গাঁয়ের জন্যে আমি কী করেছি আর না করেছি তা জানে রাজ্যের লোক আর ৠওপর তাকিয়েৰ ভগবান। বেশি কী বলব। নিজের প্রশংসা নিজে করার তো অভ্যাস নেই কোনোদিনঙ্গ

খুকীর না। সে আর আপনি কী বলবেন বাবা। আমরা তো জানি। ৠপ্রৌঢ় ব্যক্তিকেৰ এই তো তোমার গিয়ে সেবার খুকীর অসুখের সময়। কবেকার কথা বলছি, এই গত কার্তিক মাসের কথা। ঐ যে, যে-বার ঝাড়ের দশটা বাঁশ বিক্রি করে ফেললাম তোমারে দিয়ে হরোর বাপঙ্গ

চন্দ্রর। ৠচিন্ত্রিত মুখেৰ দশটা না আটটাঙ্গ

খুকীর মা। দশটা। না, সে এখনও আবার সঠিক মনে রয়েছেঙ্গ দশটা বাঁশ আমি তোমারে বেচলাম। তিন টাকা দু আনা দাম হয়, তা তুমি তখন আমারে দিলে তিন টাকা, আর খুচরো ছিল না বলে দু আনা আর দিলে না। তারপর সেই দুআনা আবার কাটান্ গেল তোমার গিয়ে পাঁচ পালি ধানে।—মনে পড়ছে?

চন্দ্রর। ৠঈষৎ হেসে মাথা নেড়েৰ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারই ভুল হইছিল বটে, ঠিক ঠিক।

হারু দত্ত। ৠহুঁকো থেকে মুখ তুলেৰ মোশুার হলে পারতিস তুই খুকী মা জজ-কোর্টের।

খুকীর মা। ৠহেসেৰ তা আজকালকার মেয়েরা তো বাবা আপনিই বলেনযে, লেখাপড়া শিখে পুরুষ মানুষের সন্দেগ সব পাল্লা দিয়ে আপিস্ কাছারি করছেঙ্গ তা সে রকম শিক্ষে দীত্রে পেলে বাবাঠাকুর আপনার আশীর্বাদে আমি জজকোর্টের উকিল মোশুারদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে আসতাম।

হারু দত্ত। জ্বখ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসেৰ তা তুই পারতিস খুকীর মা, তুই যা মেয়ে জ্বস্নেহভরে দূর থেকে চড় তুলেৰ তোকে একেবারে..... বড্ড দুষ্টু তুইঙ্গ

খুকীর মা। তা সে যাগ গে, যে কথা বলছিলাম, হ্যাঁ সেই খুকীর অসুখের সময়। পনেরো দিনের দিন মেয়ের তো ঐ অবস্থাঙ্গ কী করিঙ্গ গেলাম ছুটে রমানাথ ডাশুারের কাছে। কত করে বললাম, বলি—চলুন একটুখানি, মেয়েটাকে একবার শেষ দেখা দেখে আসুন ডাশুারবাবু, ব্যাজ্ঞাতা করি, পায়ে পড়িঙ্গ নাঃ, বললে টাকা ফেল তারপরঙ্গ কী ধম্মডাকাতে লোক গোঙ্গ কত করে বজ্মাম, আজ দিতে পারছি নে টাকা বাবা, দুদিন পরে নেবেন। কিছুতেই না। তারপর কোথায় যাই কী করি, মনে পড়ল বাবাঠাকুর-এর কথা, ছুটে গেলাম। সামনা সামনি বলছি বলে তোমরা হয়তো ভাববে যে বড়ো বাড়িয়ে বলছে মাগী, কিন্তু বাবাঠাকুরের চরণ ছুঁয়ে আমি বলছি—যে এর ভেতরে এক রত্তি মিথ্যে নাই।—সে জানেন আমার অন্তর্যামী। জ্বচোখ বোজেৰ তা সে কী বলব, আমার মুখ দেখেই বাবাঠাকুর জানতে পারলেন। কিছু বলতে হল না। গেলেনচ ওষুধ দিলেন, তিন দিনের দিন মরা মেয়ে আমার ঝাড়া দিয়ে উঠল। এমন কী খুকী যে দিন অন্নপত্যি করবে সে দিন নিজে বাড়ি বয়ে এনে চাল পর্যন্ত দিয়ে গেলেন। বজ্মেন খুকীর মা, সে রকম পুরোনো চাল তো তোর ঘরে নেই—রাখ এই কটা, খুকীরে দিস। তাও কম করে তোমার সের দুয়েকের কম নয়। —এই রকম দায়ে পড়ে যখনই গিয়েছি, না-বাক্যি কখনও শুনিনি বাবাঠাকুরের মুখে। আর শুধু কি তোমার আমার বেলায়, যে এয়েছে, যে এয়েছে—। তা সে আপনি কী করেছেন আর না করেছেন তা জানি আমরা, আপনি কী বলবেন।

হারু দত্ত। জ্বহুকো থেকে মুখ তুলেৰ কিছু না, কিছু না। আমি দেখব তোমার আপদে, তুমি দেখবে আমার বিপদে, এ না করলে চলবে কেনঙ্গ—কী বল চজ্ঞর?

চজ্ঞর। না, তা, সে তো যথার্থই। এর আর কথা কীঙ্গ

হারু দত্ত। এই যে নিয়ে যাি২৬ তোমাদের সব, এ কেন। কেন কী দরকার আমার নিয়ে যাবার উদ্যোগ করেঙ্গ দু-চোখের সামনে সব না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে, এ দেখতে পারব না বলেই তোঙ্গ না হলে এতে করে আমার কী স্বার্থ আছে বল, য়্যাঁঙ্গ গাঁটের পয়সা খরচ করে, এরে ধরে, তারে ধরে কেন কী দরকার আমার? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াবার দরকার কীঙ্গ অবিশ্যি হ্যাঁ বলতে পার যে না করলেই পার তুমি—

চজ্ঞর। না—তাই আর একটা কথা হলঙ্গ

হারু দত্ত। না—এই কথার কথা বলছি। বলি মানুষ তো আর সকলেই তোমার আমার মতো না, মজ্ঞলোকও তো আছে সংসারে, না কীঙ্গ বলতে পারে—মানুষের মুখ চজ্ঞর তুমি এখন ঠেকাবে কী দিয়ে? আজ্ঞে না, বলে, আস্তে আস্তে ন্যাজ নাড়ে, ঐ বাঘেই তো মানুষ মারে, হুঁ হুঁ—বলতে পারে যে, না করলেই পার তুমি এই পরোপকার। বলে কে তোমারে করতেঙ্গ কী উত্তর দেবে তুমি এ কথারঙ্গ অথচ দ্যাখো বোঝে না যে, সব মানুষগুলোই

যদি তাদের মতো হত তো কবে উ২৬ন্নে চলে যেত এই সমাজ সংসার, ধবংস হয়ে যেত সব।

চন্দ্রর। জ্ঝবিস্মিতের ভন্দিগতে হারু দত্তর চোখে চোখ রেখেৰ ধবংস হয়ে যেত সবঙ্গ

হারু দত্ত। তা যেত না? জ্ঝখুকীর মায়ের দিকে তাকায়ৰ

খুকীর মা। হুঁ হুঁ। জ্ঝহাসে আর মাথা নাড়েৰ

হারু দত্ত। তা সব না, সব খারাপ না, ভালো লোক পৃথিবীতে আছে। জ্ঝজোর দিয়েৰ তারাই তো চালা২৬ এই জগৎটা। অনেক চন্দ্রর, এখনও অনেক জানবার বোঝাবার আছে এই জগতে—তো ন্যাও এসো এইবার টিপ্ সইটা দিয়ে যাও, এসো এসো।

চন্দ্রর। আবার টিপ সই দিতে হবে?

হারু দত্ত। ওরে বাবারে—তা দিতে হবে না। মানুষের মুখের কথায় জানবে চন্দ্রর কোনো মূল্য নেই, একেবারে কিছু দাম নাই—কথা এই বললে, ফুরিয়ে গেলঙ্গ না কিঙ্গ করবে যা তা সব কাগজে কলমে। একবার করলে চিরকালের মত এট্রা ইয়ে হয়ে থাকলঙ্গ তো নাও এসো এসো। আমার আবার ওদিকে—ওরে কই রে।

ড চন্দ্রর উঠে এসে হারু দত্তের সামনের কাগজে একটি টিপ সই দেয়।

চেপে দ্যাও আন্দ্বগুলটা, হ্যাঁ, য়্যাঁঃ। যাগগে, ও ঠিক হয়েছে। ওতে কিছু এসে যাবে না। জ্ঝটিপ-সইটা কাগজ তুলে দেখেৰ এই তো, দিলে—ফুরিয়ে গেলঙ্গ

চন্দ্রর। জ্ঝআবেগ ভরেৰ বাবা, দেখো আমার মেয়েটা য্যানো—

ড কণ্ঠরোধ হয়ে আসে চন্দ্ররের।

হারু দত্ত। কি২৬ু বলতে হবে না, কি২৬ু বলতে হবে না। সে দায়িত্ব যখন নিইছি আমি—

চন্দ্রর। না, তাই বলছি বাবা, তিন বছর বয়সে মা মারা গেছে, তারপর থেকে বলতে গেলে এক রকম নিজে হাতে করেই—জ্ঝচোখ মোছেৰ তা আর আমার গর্বের কিছু থাকল না। জ্ঝকেঁদে ফেলেৰ

হারু দত্ত। জ্ঝকৃত্রিম অভিমানের সুরে জোরেৰ ফের্ আবার তুই মেয়ের জন্যে দুঃখ করছিসঙ্গ মেয়ে তোর, মেয়ে আমার নাঙ্গ

খুকীর মা। জ্ঝচন্দ্ররের প্রতিৰ দুঃখু কর কেন? মেয়ে তোমার ভালোই থাকবে।

হারু দত্ত। য়্যাঁ—আরে কইরেঙ্গ

ড নেপথ্যে 'যাই বাবু'।

দুত্তুরি তোর নিকুচি করেছে যাই বাবুরঙ্গ বলি ঘাটে নৌকা এয়েছে?

ড জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। ঋসপ্রতিভভাবেৰ তুলে ফেলব বাবু জিনিসপত্তর সব নৌকায়।

হারু দত্ত। তুলে ফেলব—এতক্ষণ কী করছিলি? গিয়েছিস তো সেই কবে।

ভৃত্য। নৌকা আনতে গিছলাম বাবু ঘাটে।

হারু দত্ত। ওঃ গিছলে তো একেবারে উদ্ধার করেছ আমাদের। ব্যাটা হারামজাদা কোথাকারঙ্গ নৌকা আনতে কতক্ষণ লাগেঙ্গ ক'দিনের পথ এখান থেকে? আবার মুখে মুখে তক্ক করছে দাঁড়িয়েঙ্গ চোখ নামা, চোখ নামা, ব্যাটা ছুঁচো কোথাকার চোখ নামাঙ্গ—দিনে দিনে পৌঁছুতে না পারি তো দেখিস'খন তখন।

ভৃত্য। তা ভাটা পড়েছে টেনে যাব'খন।

হারু দত্ত। যাবে তো আর এখানে দাঁড়িয়ে রুপে দেখা২৬ কাকে, যাওঙ্গ

ড ভৃত্য প্রস্টথানোদ্যত.

আর শোন, তিন দাঁড় করতে বলবি।

ভৃত্য। ভাটা পড়ছে, দু দাঁড়েই মেরে দেব'খন.......

হারু দত্ত। না, আর মেরে দিতে হবে না। তিন দাঁড় করতে বল-গে, এ হে-হে-হে। ভৃত্যের প্রস্টথান।

ড হুঁকোটি হাতে নিয়ে মেয়েদের প্রতি.

তো এগোও, এগোও তোমরা সব আস্তে আস্তে। নে যা খুকীর মা এদের সব।

ড মেয়েদের প্রস্টথান।

তা হলে চক্রুর, তোমার হল গিয়ে—ঋট্যাঁকে কাপড়ের পুঁটলি থেকে নোট বার করে গুনে দেয়ৰ নাও ধর—

ড দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভরা চক্রুর কুণ্ঠিত হাতে টাকা নেয়.

এখন এই নাওচ তারপর ঘুরে আসি আমি—যা দিয়ে যা হয়—ঋতামাক টানেৰ

চক্রুর। মেয়ে বিক্রি করলাম আমিঙ্গ মাতিরে আমি বেঁচে ফেললাম। ঋকেঁদে ফেলেৰ মাতি, আমার মা, মাতন্দ্বিগনী—

ড চক্রুরের প্রস্টথান।

ঋহারু দত্ত তিন মাথা এক করে জলচৌকির উপর উবু হয়ে বসে টর টর শব্দে তামাক টানে আর চক্রুরের দিকে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে।ৰ

ঋপটক্ষেপৰ

পঞ্চম দৃশ্য

সেবাশ্রমের একটি কক্ষ। বিনোদিনী জানলার গরাদ ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করেচ আর নিরঞ্জন ঘরের মাঝখানটার মাটির দিকে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে

যেন আক্রোশে ফুঁসছে কার ওপর। নিদারুণ একটা প্রতিহিংসা চক্ চক্ করছে নিরঞ্জনের চোখে মুখে।

বিনোদিনীর পরনে মোটামুটি একখানা আধময়লা শাড়ি। নিরঞ্জনের গায়ে ছোট ঝুলের একটা ছিটের হাফ শার্ট, পরনে ন-হাতি একখানা আধময়লা ধুতি। খালি পা, অসংস্কৃত হাবভাবের দরুণ পরিবেশের সন্দ্বেগ মোটেই খাপ খা২৬ না যেন কাউকেই।

বিনোদিনী। জ্বহঠাৎ বেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধ স্বরেৰ শুধু কি এইঙ্গ সে নির্যাতনের কথা মুখে বলে বোঝানো যায় না।

নিরঞ্জন। জ্বহাতের তালুতে ঘুষি চেপেৰ এর প্রতিশোধ আমি—জ্বঅস্বস্তিতে হাঁপিয়ে ওঠেৰ আ২৬াঃ।

বিনোদিনী। জ্বভাঙা গলায়ৰ মাখন মরণাপন্ন, দিদির অসুখ, মাঠে মাঠে পাগলের মত ঘুরে বেড়া২৬ তোমার দাদা—

নিরঞ্জন। জ্বস্বগতৰ দাদাঙ্গ

বিনোদিনী। হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়া২৬ তোমার দাদা, কোথায় একটু ওষুধ, কোথায় একটু পত্যি,—আর তোমার জ্যেঠা, তার কথা তো বলবারই না— দিনরাত চবিবশ ঘন্টা কেবল শ্রীপতি-ভূপতির কথা। ঘুর-ঘুট্টি অগুধকার, চারদিকে সাপখোপের ভয়, মড়কের দেবতা বাতাসের কাঁধে ভর করে কেঁদে বেড়া২৬ আগানে বাগানে সাঁই সোঁ—ঘরের বাইরে বেরুতে সাহস করে না মানুষ—কে কার কথা শোনে, বুড়ো অমনি চজ্ব বন-বাদাড় ভেঙে, বলে এট্টু খোঁজ করে আসি আমি শ্রীপতি-ভূপতির। সে দেখাও যায় না, সওয়াও যায় না। আর এই অবস্টথার ওপর দত্তর সে কী অত্যাচারঙ্গ জীবনে আমি কোনোদিন সে-সব কথা ভুলব নাঙ্গ

নিরঞ্জন। গাঁয়ে কী কেউ মানুষ ছিল না যে তার প্রতিবাদ করেঙ্গ

বিনোদিনী। ছিল, কিন্তু দত্তর ওপর কথা বলে কে? জীবন না তার চলে যাবে অপঘাতে।

নিরঞ্জন। জ্বআক্রোশেৰ অপঘাতেঙ্গ তো দেখি আজ কোথায় গিয়ে পড়ে সেই অপঘাত, দেখি জ্বপায়চারি করেৰ

ড রাজীবের প্রবেশ.

রাজীব। জ্বনিরঞ্জনকে লক্ষ করেৰ আরে পাঁয়তারা ভাঁজিস নাকি রে রাখ—জ্বহঠাৎ বিনোদিনীকে দেখে বিস্মিতের ভন্দিগতেৰ এইডা কীঙ্গ রাখহরিঙ্গ জ্ববিনোদিনীকেৰ তুমি এইহানো আইছ ক্যানঙ্গ বলি এইহানো তোমার কী প্রয়োজনটা, য়্যাঁ। আ২৬া বলতো দেখি বাবু দ্যাখলে কী কইতো। যাও ভিতর যাও। যাও কইত্যাছি আমি তোমারে ভিতরে যাও। যাও।

ড নতমুখে বিনোদিনীর প্রস্টথান.

M#2\D:\EBG-4\Unit-47a Pm6.5

রাখহরিঙ্গ সুট সুট কইর‍্যা ঘরে ঢুইক্যা ইয়ারে কয় কিডা রে, য়্যাঁ চুপ কইর‍্যা আছস্ অহন, কথা যে কস্ না বড়ঙ্গ

নিরঞ্জন। কী সুট সুট করে ঘরে ঢুকেঙ্গ

রাজীব। কী তা জানস্ ভালো তুই, আমারে জিগাস করে আহাম্মক। কইত্যাছিলা কি তুই ওয়ারেঙ্গ ভাবস্ বুইড়্যা কিছু ঠাহর পায় না, না.....বেটা প্রেমালাপ করনের আর জায়গা পাইলা নাঙ্গ

নিরঞ্জন। চেঁচাবেন না আপনি শুকনের মতো। আমরা অন্য কথা বলছিলাম।

রাজীব। জ্বদুটো কাঁধ একটু তুলেৰ কী, কী কইলিঙ্গ শকুন, আমি চেঁচাই শকুনের মতো, নাকিঙ্গ খারা তোর ত্যারা ত্যারা কথা আমি ছুটাইয়া দিত্যাছিচ খারা। জ্বঘুরে দাঁড়িয়েৰ সিংহের মুখের খাদ্য আর তুই শৃগাল হাত দিই৬স তাইতোঙ্গ বাবু তোরে আজ করে কী দেহিসনে.....বেটা ছুটলোক আস্পর্ধা পাইলে কী আর রক্ষা আছে নাঙ্গ

ডবেগে কালীধনের প্রবেশ্

কালীধন। সরকার মশাই যাবেন না দাঁড়ান আপনি। জ্বনিরঞ্জনকেৰ দাঁড়াও তুমি। জ্বরাজীবের প্রতিৰ জ্ঞানদার কাছ থেকে আমি কিছু কিছু শুনতে পেয়েছি। ব্যাপার কী আমায় খুলে বলুন সরকার মশাই। বলুন, গোপন করবার দরকার নেই আমার কাছে বলুনঙ্গ

রাজীব। জ্বমাথা চুলকেৰ কবা বা কীঙ্গ কী রে রাখহরি, কথা যে কস্ না অহন, জবাব দেঙ্গ

কালীধন। জ্বনিরঞ্জনের প্রতিৰ তুমি জানো এটা সেবাশ্রমঙ্গ

রাজীব। আমি তো তোমারে বরাবরই কইয়্যা আসত্যাছি কালীধন যে এই ছুটলোকগুলোরে তুমি কখনই প্রশ্রয় দিবা না। তা তো শুনবা নাচ তা তোমার শোননের জো নাই। আরে এগুলা কি মানুষঙ্গ

ডনিরঞ্জন রাজীবের প্রতি কটাক্ষ করে।

কালীধন। জ্বনিরঞ্জনের প্রতিৰ বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও তুমি এই মুহূর্তে এখান থেকে। তোমার মত কর্মচারী আমার কোনো দরকার নেই। জ্বপ্রচণ্ড ধমকের সুরেৰ বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে।

ডনিরঞ্জনের প্রস্টথান। বেগে বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদিনী। আমি যাব, আমাকে ছেড়ে দাও। দাও, আমাকে ছেড়ে দাও আমি যাব।

রাজীব। জ্ববাধা দিয়েৰ আরে এইডা কী করঙ্গ তুমি মাইয়া মানুষ তোমার স্টথান হইল অজ্ঞর মহলে। বাইরে যাবা ক্যান। যাও ভিতরে যাও।—কী আছর্যঙ্গ

বিনোদিনী। ছেড়ে দাও, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, আমি যাব।—যেতে দাও আমাকে।

কালীধন। জ্ঞানদাঙ্গ

ডজ্ঞানদার প্রবেশ।

জ্বইন্দ্বিগত করেৰ ভেতরে নিয়ে যাও ওকে।

জ্ঞানদা। জ্বিবিনোদিনীর হাত ধরেৰ চ, আহা ও রকম করতে নেই চ, আ—য়ঙ্গ

ডবিনোদিনীর হাত ধরে জ্ঞানদার প্রস্টথান। রাজীব গমনোদ্যত.

কালীধন। সরকার মশাইঙ্গ আপনি ওর পাওনা-গণ্ডা যা হয় মিটিয়ে দিন এক্ষুনি যেমন করে হোক। ওকে আর এখানে রাখা চলবে না—ঘরের লোক যদি বিশ্বাসঘাতক হয় তো—

রাজীব। আরে আমিও তো তাই কই। বলে এই ছুটলোকগুলোরে তুমি প্রশ্রয় দিবা না। কিন্ত্রু তা তো শুনবা না, তোমার যত কারবার হইল এই সব ছুটলোকগুলার সন্দেগ। আরে এগুলো কি মানুষঙ্গ

কালীধন। আ২৬া সে আপনাকে দেখতে হবে না, যান, যা বললাম তাই করুন গিয়ে, যান।

রাজীব। আরে যাইতেছি, আমার লাইগ্যা কি? আমি তো যাইয়াই আছি, হ-অ-অ—

ডপ্রস্টথান।

কালীধন। হ্যাঁ, তাই যান এখন।.....আ২৬া কারবার যা হোক। ধীরে সুস্টেথ যে একটু গুছিয়ে বসব আর কাকেই বা কী বলিচ হয়েছেই যত সব।

ডএকটা বড়ো কুশান চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

এই কে আছিস্ঙ্গ

ডজনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। জ্বসেলাম করেৰ বাবু।

কালীধন। আ২৬া কী করিস তোরা সব ওখানে বসে বসে বলত, ডেকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় নাঙ্গ

ভৃত্য। আজ্ঞে সন্দেগ সন্দেগই তো এসে পড়েছিঙ্গ

কালীধন। সন্দেগ সন্দেগই?

ভৃত্য। আজ্ঞে—

কালীধন। চুপ চুপ। বিকেলবেলা কে ছিল, গেটে?

ভৃত্য। বিকেলবেলা, আজ্ঞে আমিই ছিলাম।

কালীধন। রাখহরি এখানে এসেছিল কখন?

ভৃত্য। আজ্ঞে সে তিনি তো এয়েছেন সেই দিনমানে।

কালীধন। দিনমানেঙ্গ

ভৃত্য। আজ্ঞে।

কালীধন। হুঁ, কিন্তু আর কখনও যেন ওকে সেবাশ্রমে ঢুকতে দেওয়া না হয়ঙ্গ

ভৃত্য। ঢুকতে দেব নাঙ্গ

কালীধন। না, তবে আর বলছি কী, ঢুকতে দিবি নি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে।

কালীধন। আমাকে জিজ্ঞেস না করে কাউকে নি।

ভৃত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কালীধন। হ্যাঁ, ঠিক থাকে যেন।

ভৃত্য। আজ্ঞে।

কালীধন। আর রামরতন বাবু এলেই আমাকে এক বার—

ডনেপথ্যে ঘোড়ার খুরের শব্দ চ বাইরে তাকিয়ে ভৃত্য একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

কী দেখছিস ও দিকেঙ্গ

ভৃত্য। আজ্ঞে ঘোড়ার গাড়ি করে কারা যেন এলেন মনে হ২৬।

কালীধন। ঘোড়ার গাড়ি করেঙ্গ

ভৃত্য। জ্বএকটু লক্ষ করেৰ আজ্ঞে ঠিক চিনতে পাি২৬ নে। তবে তিন চারদিন আগে এই দুপুরবেলার দিকে কোট পরা একজন বাবু মতো লোক এইছিলেন, দেখতে অনেকটা তাঁরই মতো— সন্দেগ আবার দু'জন জ্ব ভালো করে তাক করেৰ হ্যাঁ দুজনাই তো, মেয়ে-নোকও রয়েছে দুজনা।

কালীধন। মেয়ে লোকও আছেনঙ্গ জ্বউঠতে উঠতেৰ ঘোড়ার গাড়ি করে মেয়ে লোকঙ্গ কে আবার এল চল্ চল্ তো দেখি।

ডভৃত্যসহ কালীধনের প্রস্টথান ত্রস্তে নিরঞ্জন ও বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদিনী। জ্বচাপা সন্ত্রস্ত কণ্ঠেৰ কারা?

নিরঞ্জন। জ্বঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়েৰ চুপ। দত্ত। সেই হারু দত্ত।

বিনোদিনী। হারু দত্তঙ্গ

নিরঞ্জন। জ্বশব্দ করেৰ স্-স্-সঙ্গ এই বাবু ওর মহাজন কি নাঙ্গ তাই মাঝে মাঝে আসে এখানে। কিন্তু মেয়ে দুটো—

ডবিস্মিতের ভন্দিগতে তাকায়।

বিনোদিনী। কারা ওরা?

নিরঞ্জন। ঠিক ঠাওর করতে পারছিনে, তবে দুরে থেকে মুখের আদলটা দেখে মনে হ২৬ যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি। ঠিক স্মরণে আসছে না। তবে দত্তর সন্দেগ যখন এয়েছে তখন ও আমাদের গাঁয়ের মেয়ে না হয়ে যায় না। উঃ শালা—যাক ঠিক আছে এইবার সব কটাকে এক সন্দেগ পেঁচিয়ে —দাঁড়াও।

বিনোদিনী। ত্মঅপ্রস্তুত ভাবেৰ কী করবে কী?

নিরঞ্জন। কিছু না, তুই চুবো। শোন, একেবারে ভেতরে চলে যাবি, ভেতরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকবি, বুঝলি? কারো সন্দেগ কোনো কথা কি অন্য কিছু বলবার দরকার নেই। একেবারে চুপ। আমি চত্মাম।—

ড গমনোদ্যত.

বিনোদিনী। আ২৬া.....কিন্তু তুমি চললে কোথায় তুমি?

নিরঞ্জন। সে বলব'খন পরে, কিন্তু ঐ যা বললাম, যা পালা শিগগির—

ড নিরঞ্জনের দ্রুত প্রস্টথান.

ড জ্ঞানদার প্রবেশ।

জ্ঞানদা। ওমা আমার কী হবে গোঙ্গ তুই এখানে এমন একলাটি দাঁড়িয়ে কেন লা। যা ভেতরে যা, ভেতরে যা। ভদ্দরলোকেরা আসবে এখন, যা ভেতরে যাঙ্গ

ড বিনোদিনীর প্রস্টথান।

ত্মবাইরে তাকিয়ে বড়ো বড়ে চোখ করেৰ আবার কে এল গা, কারা? ত্মএকটু দেখে ঠাওর করতে না পেরেৰ যাগ্‌গে বাবা, অত কথায় কাজ কী আমার, য়্যাঁঃ।

ড হাত-ধরাধরি করে হারু দত্ত ও কালীধনের প্রবেশের সন্দেগ সন্দেগ ঘোমটা টেনে ত্রস্ত পায়ে জ্ঞানদার প্রস্টথান।

কালীধন। ত্মহাসতে হাসতেৰ তাই আমি ভাবি, যে সেই যে গেল দত্ত—এ দত্তর চিঠি নেই পত্তর নেই। ওরে তামাক দে রে।

হারু দত্ত। ত্মহেসেৰ আরে ভাই সে ঝামেলার কথা আর বল কেনঙ্গ এই দেব দি২৬ করতে করতেই সকাল থেকে রাত এগারটা অবধি নিঃশ্বেস ফেলবার সময় পেইছি কোনোদিনঙ্গ ওদিকে মহাজনের তাগিদ, কন্ট্রাক্টরের চাহিদা, তারপর আবার তোমার গিয়ে এই—ত্মহেসেৰ একেবারে ব্যতিব্যস্ত সদা সর্বদা।

কালীধন। মহাপুরষ তুমি হারু দত্ত। এতগুলো তাল তুমি সামলাও কী করে এক হাতে। চাড্ডিখানি কথা নয়।

হারু দত্ত। সামলাতে হয় ভাই চ সামলাতে হয়। না সামলে উপায় কী বলোঙ্গ খেটে যখন খেতে হবেই তখন.....

কালীধন। ত্মসহাস্যেৰ উ—ঃ—ঃ বড্ড জোর বলেছ হে য়্যাঁ, আরে তা হলে আমরা দাঁড়াই কোথায়ঙ্গ

হারু দত্ত। ত্মকালীধনের উরুতে ঠেলা মেরেৰ যাঃ, কী যে বল মাইরি.....

কালীধন। তা বেশ তো হল, এইবার শহরে একখানা বাড়ি-টাড়ি, বল তো দেখি—সস্তায়-মস্তায় করে দি। লোক আছে আমার হাতে।

ড আন্ত্রিকতার আধিক্য হেতু হারু দত্তের গলার ঘামাচি মেরে কালীধন দত্তর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

হারু দত্ত। ত্মবিস্মিতের ভন্দিগতেৰ কী, শহরে বসবাসঙ্গ না বাবা, ও আমার ধাতে সইবে না। আরে ভাই আমরা হ২ি৬ তোমার যাকে বলে গিয়ে জাত গেঁয়ো লোক, ও শহরে চালচলন বরদাস্ত হবে না আমাদের ধাতে।

ড ভৃত্য তামাক দিয়ে গেল।

কালীধন। ত্মহারু দত্তর গায়ে ঠেলা মেরেৰ গেঁয়ো চালচনটা কী রকমঙ্গ ত্মখ্যাক খ্যাক্ করে হাসিৰ গেঁয়ো চালটা শহরে চালের চেয়ে কী কম বাবা—ত্মআরও হাসিৰ উ-রি বাবারি বাবারিচ আছর্য করে দিলে তুমি আমায়—

ড সহসা মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল।

ড দারোগা ও জনকয়েক কনস্টেবল সহ নিরঞ্জন এবং কতিপয় ভদ্র ব্যক্তির প্রবেশ।

দারোগা। আপনার নাম কালীধন ধাড়া?

কালীধন। ত্মদারোগার দিকে তাকিয়েৰ আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু—

ড হারু দত্তের দিকে তাকায়।

দারোগা। আছর্য হলে নাকিঙ্গ

কালীধন, হারু দত্ত অপ্রস্তুতভাবে উঠে দাঁড়ায়। হারু দত্তর চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে শন্দ্বকায়।

কালীধন। তা আপনারা এখানে...

দারোগা। হ্যাঁ, আমরা বুঝতে পারছেন না, ত্মহারু দত্তকেৰ আপনার নাম কী?

হারু দত্ত। এই সেরেছে, ত্মদারোগার দিকে ঘুরে অপ্রতিভভাবেৰ আমার নাম বলছেন?

দারোগা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কী নাম আপনার—

হারু দত্ত। আমার নাম হারানচন্দ্র দত্ত।

১ম ভদ্রলোক। হারানচন্দ্র দত্তঙ্গ কেষ্ট ঠাকুরের শত নাম।

দারোগা। পুরানচন্দ্র দত্ত হারু দত্ত, কেমন?

হারু দত্ত। জ্বথতমত খেয়েৰ আজ্ঞে হ্যাঁ।

দারোগা। হুঁ, জ্বকালীধন ও হারু দত্তর প্রতিৰ মেয়েদের কোথায় রেখেছেন?

কালীধন। জ্ববিস্মিতের ভন্দ্বিগতেৰ মেয়েদের? কী বলছেন স্যারঙ্গ এটা সেবাশ্রম।

দারোগা। হ্যাঁ, তা সেবাশ্রমে মেয়ে থাকবে না?—বিশেষ উদ্যোগী যখন আপনারা, য়্যাঁঃঙ্গ বলুন বলুন চট্ করে বলুন, নইলে ফ্যাসাদে পড়তে হবে বলে দি২৬। বলুন।

১ম ভদ্রলোক। ধান চালের কারবারের সন্দ্বেগ সন্দ্বেগ সবার সাত রকম ব্যবসা ফেঁদে বসেছে দেখছি। সাংঘাতিক খুনে তো।

দারোগা। বলুনঙ্গ জ্বরাখহরির প্রতিৰ কই, যাও তো তুমি কনস্টেটবলদের নিয়ে ভেতরে গিয়ে বার করে নিয়ে এসো সব মেয়েদের।

নিরঞ্জন। এসো তোমরা সব আমার সন্দ্বেগ।

ডকনস্টেটবলগণ ও নিরঞ্জনের প্রস্টথান।

ভদ্রলোক। উঃ, একেবারে চারদিক থেকে লক্ষ্মীলাভের ব্যবস্টথা আর কী। ধানচালের কারবারের সন্দ্বেগ সন্দ্বেগ সবার... এই লোকটাই তো সেদিন মশাই আমাকে চাল দেয়নি। অথচ গুদামজাত করে রেখেছে যে কত হাজার মণ চাল তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু চান, দেখবেন অমনি হাত উলটে বলবে—নেই। ঠগ কোথাকারঙ্গ

ডদারোগা সব নোট করে নেয়।

কালীধন। বলুন, বলে নিন। আমাদের কথার যখন কোনো মূল্যই নেই তখন—

ভদ্রলোক। মূল্য নেই, মূল্য রেখেছ? খুনে কোথাকারঙ্গ জ্বদারোগার প্রতিৰ দেখুন না মশাই, মাঝে মাঝে এমন ভাব দেখায় যেন সাধু পুরুষ সব, যত অন্যায় অত্যাচার করছি আমরা ওদের ওপর। উঃ, সার্থক জোচ্চোর তোমরা বাবা। ভিটেয় ঘুঘু চরাতে তোমরাই পারো।

দারোগা। জ্বভদ্রালোকের প্রতিৰ আঃঙ্গ

ডনিরঞ্জন, চক্রুরের দুই মেয়ে, বিনোদিনী, জ্ঞানদা, রাজীব, কনস্টেটবল দ্বয় ও ভৃত্যের প্রবেশ। এই সমস্ত লটঙ্গ্

নিরঞ্জন। না, জ্বচক্রুরের দুই মেয়েকে দেখিয়েৰ এই এঁরা দুজন হচ্ছেন আমাদের গাঁয়ের মেয়ে, ঐ দত্ত এদের চুরি করে নিয়ে এসেছে।

হারু দত্ত। চুরি করে আনেনি দত্ত।

দারোগা। আপনি চুপ করুন। জ্বনিরঞ্জনকেৰ হ্যাঁ তারপর বল।

নিরঞ্জন। ত্মবিনোদিনীকে দেখিয়েৰ আর উনি হ২৬ন আমার ইস্ত্রী। পেটের দায়ে শহরে এসে উঠলে পরে ঐ বাবুর লোকদের চোখে পড়ে এখানে এসে ওঠে।—আমি এখানে ঐ বাবুর দোকানেই একজন গোমস্তা—তাই হঠাৎ একদিন সাক্ষাৎ হয়ে যেতেই আমি বজ্মাম বলি তুমি এখানে তা বললে—

দারোগা। যাক সে উপন্যাস পরে শোনা যাবে। আপাতত তুমি বলছ যে উনি তোমার স্ত্রী কেমন?

নিরঞ্জন। আজ্ঞে হ্যাঁ, ধর্মকথা। ত্মবিনোদিনীকেৰ কী গো বল নাঙ্গ

ডবিনোদিনী নড়ে চড়ে দাঁড়ায়।

দারোগা। ত্মহেসেৰ যাকগে, তারপর, তুমি এই বাবুর গোমস্তার কাজ করতে?

নিরঞ্জন। আজ্ঞে হ্যাঁ, চালের গুদোমে কাজ করতাম।

দারোগা। গুদোমে মানে দোকানে।

নিরঞ্জন। হ্যাঁ তা, মানে আমি গুদোমেই কাজ করতাম কিনা।

দারোগা। গুদোমে, তা কী পরিমাণ চাল আছে এখনও সেখানে?

ডহঠাৎ চাঞ্চল্য দেখা যায় কালীধনের চোখে-মুখে.

নিরঞ্জন। তা সে বিস্তর মণ।

ভদ্রলোক। বিস্তর মণ মানে আজ্ঞাজ কত মণ।

নিরঞ্জন। তা সে আপনার গিয়ে সওয়া লাঘ মণটাক হবে।

দারোগা। স-ও-য়া লা-খ মণঙ্গ

নিরঞ্জন। ত্মথতমত খেয়েৰ মানে আমি এট্টা আজ্ঞাজে বললাম কম বেশিও হতে পারে।

দারোগা। দ্যাট্স্ অল্ রাইট। ত্মরাজীবকে লক্ষ্য করে, নিরঞ্জনকেৰ উনি কে?

নিরঞ্জন। উনি ঐ বাবুর ডান হাত, সরকার মশাই।

ভদ্রলোক। ত্মশ্লেষভরেৰ উনি নাকি আবার জজ ম্যাজিস্ট্রেট সব ট্যাঁকে রাখেন বলেন।

দারোগা। আ২ঙ্গ

রাজীব। এই আমি ঐ কথা কই নাই।

দারোগা। চুপ করুন আপনি। ত্মকনস্টেবলগণকেৰ এই তিনোকো হাতকড়ি লাগাও।

ত্মকনস্টেবলগণ কালীধন, হারু দত্ত ও রাজীবকে হাতকড়ি পরিয়ে দিল।

হারু দত্ত ও কালীধন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আকারে ইন্দ্বিগতে

এমন ভন্দ্বিগ করল যেন হাতকড়ি ছাড়িয়ে আসতে তাদের কোনোই অসুবিধে হবে না।ৰ

৪৭.১০ সারাংশ ঃ জ্বনবান্ন ঃ দ্বিতীয় অন্ধকৰ

যুদ্ধ বন্যা মহামারী আর এরই কোলে স্ব২৬চ্ছ বর্ধিত, কালনাগ রূপ হারু দত্তের অত্যাচারে অতঃপর প্রধান সমাদ্দার হয় ঘর ছাড়া, গ্রাম ছাড়া। গোটা পরিবারটা অসহায়তার সমুদ্র সাঁতরে এসে ওঠে শহরের এক পার্কে। অসংখ্য ভিখিরিদের ভিড়ে আত্মসম্মান বোধটুকু বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল সকলে একসন্দেগ মিলে। সেখানেও অশমি সম্পাত ঘটে গেল। এই অশনি সম্পাতে গোটা পরিবারটা বিশ্লিষ্ট হয়ে গেল দুটি টুকরোয়। বাজার খোলায় খিচুড়ি দেওয়া হবে, অন্যান্য ভিখিরিদের সন্দেগ সেই দিকে যায় কুঞ্জ, রাধিকা। আর ঘটনার অভিঘাতে মস্তিষ্কের ভারসাম্যবিহীন সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ ব্যশ্তি বয়স্ক প্রধান সমাদ্দারও অন্যান্য ভিখিরিদের পিছু পিছু সেও কোথায় যায়। ক্ষুধার আতিসহ্য দুর করবার আত্যন্ত্রিক আগ্রহে তারা সকলেই বিস্মৃত হয়ে গেছে বিনোদিনীর কথা। বিনোদিনীকে তাই পিছনে ফেলে চলে গেল তারা। 'এমন সময় হচ্ছ্রদম্ভ হয়ে বিনোদিনী প্রবেশ করল।' কুঞ্জ, রাধিকা, প্রধানকে না দেখে অবাক হ'ল। 'ওমা এরা সব গেল কোথায় গো।'

[দ্বিতীয় অন্দ্বক, দ্বিতীয় দৃশ্য]

অতঃপর বিনোদিনী গিয়ে পড়ল টাউটের পাল্লায়। সে অসহায় বিনোদিনীকে খাবার থাকবার বন্দ্রোবস্ত করে দেবার নাম করে নিয়ে এসে তুলে দিল কালীধন ধাড়ার সেবাশ্রমে।

কালীধন ধাড়া একজন চালের চোরাকারবারী। সর্বগ্রাসী বিশ্বযুদ্ধের অবদান। অল্প পয়সায় চাল কিনে গুদামজাত করে সে বেশি পয়সায় বিক্রি করে গুৎপথে। তার গুদোমে চালের যোগান দেয় দালাল হারু দত্ত। সেও টাকার লোভ দেখিয়ে গ্রাম থেকে ধান চাল সংগ্রহ করে সবিশেষ কম দামে, অভাবের সুযোগে লোককে ঠকায় আবার সুযোগমত জমি ধরে টান মারে। নিজের জন্যে মোটা মুনাফা রেখে কালীধনের গুদামে তুলে দেয় বস্তা বস্তা চাল। কালীধন তার ওপর লাভের মোটা অন্দ্বক চাপিয়ে দাম বাঁধে আকাশছোঁয়া, সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায় চাল। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। কেবলমাত্র সস্তা হয়ে যায় মানুষের জীবন। গরীব দুঃস্থ বাবার অবিবাহিত মেয়ে বা অভাবগ্রস্ত স্বামীর অল্পবয়সী বৌ অতি সস্তায় চলে আসে কালীধনের সেবাশ্রমে। হারু দত্ত চালের চোরাকারবারের সন্দেগ একারবারটাও করে গুছিয়ে। সেও চালের সন্দেগ অল্পবয়সী মেয়েদের কিনে নিয়ে কালীধনের সেবাশ্রমে মেয়ে সরবরাহ করে।

কালীধনের এই সেবাশ্রমে হারু দত্তছাড়া মেয়ে সরবরাহ করবার জন্য অনেক দালালচক্র শহরের অলিগলিতে, পথে পার্কে ঘোরাফেরা করে। এমনি এক দালাল সমাদ্দার পরিবার থেকে বিশ্লিষ্ট বিনোদিনীকে পার্ক থেকে তুলে এলে কালীধনের সেবাশ্রমে বিক্রি করে দিয়ে যায়ঙ্গ এখানে বিনোদিনী অতর্কিতভাবে মিলিত হয় তার স্বামী নিরঞ্জনের সন্দেগ।

[দ্বিতীয় অন্দ্বক, পঞ্চম দৃশ্য]

নিরঞ্জন প্রধান সমাদ্দারের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র। সে সমাদ্দার পরিবারে বিপর্যয়ের পূর্বে স্ত্রী এবং অন্যান্যদের ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল উপার্জনের আশায়। বাড়ি থেকে চলে এসে কাজ নিয়েছিল কালীধন

ধাড়ার চালের গুদামে। হঠাৎ একদিন চালের গুদাম থেকে এসে উঠেছিল কালীধন ধাড়ার সেবাশ্রমে। এখানেই সে মিলিত হয় বিনোদিনীর সন্দেগ।

বিনোদিনীর কাছে সেবাশ্রমের অবৈধ এবং ন্যক্কারজনক বিবরণ শুনে সে ক্ষি৫ হয়। ফজ্রি আঁটে বিনোদিনীর সন্দেগ। থানাতে গিয়ে সেবাশ্রমের সমস্তু নোংরা বিবরণ, কালীধনের গুদোমে গুদামজাত চালের পরিমাণ এবং কালো বাজারে সেই চাল বেশি দামে বিক্রির বিবরণ পেশ করে। সেই সন্দেগ চাল ও মেয়ে সরবরাহকারী হারু দত্তের নামও উজ্মেখ করে। ঘটনাচক্রে সেই ব্যশ্তি টিও থানায় এসে পড়ে, যে কালীধনের চালের দোকানে চাল কিনতে গিয়ে কালীধনের চাহিদামত অর্থ দিতে পারেনি বলে একদিন বিতাড়িত হয়েছিল।

সমস্তু বিবরণ শুনে দারোগা সাক্ষীসহ নিরঞ্জনকে নিয়ে অতর্কিতে কালীধনের গুদামে হানা দেয়। সেইদিনই হারু দত্ত দুটি কিশোরীকে তার অভাবী বাবার কাছ থেকে অল্প টাকায় কিনে এনে তুলেছিল কালীধনের সেবাশ্রমে। দারোগা বামালসমেত কালীধন এবং হারু দত্তকে ধরে ফেলে। হাতকড়া পরিয়ে থানায় নিয়ে যায়।

[দ্বিতীয় অন্দ্বক, পঞ্চম দৃশ্য]

নিরঞ্জন বিনোদিনী তারপরে চলে আসে তাদের গ্রামে, আমিনপুরে। বন্যা এবং দুর্যোগ তখন কেটে গেছে। গ্রামে ফিরে তারা তাদের ভাঙা ঘরখানা জুড়ে তেয়ে /আবার বাসোপযোগী করে নিয়েছে।* গ্রামে থাকা বা ফিরে আসা চাষীদের সন্দেগ মিলেমিশে মাঠে চাষ করে। ফসল কেটে ঝেড়ে ধান গোলায় তোলে।

অপরদিকে, প্রধান, কুঞ্জ, রাধিকা পার্ক থেকে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে লোকের বাড়ি উ২৬ষ্ট ও ফ্যান ভিক্ষে করতে করতে এসে পড়ে এক বড়লোকের বিরাট বাড়ির সামনে। সেদিন সে বাড়িতে বিবাহের বিরাট উৎসবের আয়োজন। বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে একমুঠো ভাতের জন্য অনেক চিৎকার করে। কাতর প্রার্থনা জানায় একটু খাবারের জন্য। প্রধান নেংটি পরে দাঁড়িয়ে বড়ো বাড়ির দিকে হাত তুলে চেঁচাতে থাকে, 'আর কত চেঁচাব বাবু দুটো ভাতের জন্যে। তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু—কিছু কানে শোন না? অন্ত্র কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবুঙ্গ ও বাবারা—বাবু—কত অন্ন তোমাদের রাস্তায় ছড়াছড়ি যা২৬ বাবু, আর এই বুড়ো মানুষটারে একমুঠো অন্ন দিতে তোমাদের মন সরে না বাবুঙ্গ বাবু—তোমাদের কি প্রাণ নেই বাবুঙ্গ ও বাবারা, বাবু—ও বাবারা... ' কিন্ত্রু বিবাহের উৎসবে মত্ত মানুষদের কানে সে কাতর প্রার্থনা পৌঁছয় না।

[দ্বিতীয় অন্দ্বক, তৃতীয় দৃশ্য]

বাড়ির বড়ো কর্তা এবং তার বড়লোক বগুধুরা তখন পারস্পরিক বৈভব আর প্রাচুর্যের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিযোগিতায় উন্দত্ত। ভিখিরিদের প্রতি একটু করুণা বিতরণের সহৃদয় অন্ত্রঃকরণটা চোরাপথে উপার্জিত তাদের ঐশ্বর্যের চাপে বিকৃত বিকলান্দগ হয়ে গেছে। এখান থেকে এক রাশ নৈরাশ্য আর হতাশা বুকে নিয়ে পেটভর্তি ক্ষুধায় কাতরাতে কাতরাতে কুঞ্জ আর রাধিকা এসে ওঠে এক লন্দগরখানায়। এখানে আসবার আগে প্রধান মানসিক চাপে, অনেকটা ভারসাম্য হারিয়ে দলছুট হয়ে গিয়েছিল।

৪৭.১১ মূলপাঠ □ নবান্ন ঃ তৃতীয় অন্ধক

প্রথম দৃশ্য

জ্বনিখরচার লন্দ্বগরখানা। ম্যারাপের থামে পোস্টার লটকানো—ফ্রি-কিচেন। মঞ্চের গভীরে বহু নিঃস্ব নিরন্ন ভিড় করে বসে আছে। চুপ করে নেই কিন্তু কেউ-ই। কথায় বার্তায় ভাবভন্দ্বিগতে সবাই মুখর করে তুলেছে পরিবেশ। সামনের দিকে দেখা যা২৬ কুঞ্জ ও রাধিকাকে। হঠাৎ নেপথ্যে থেকে জনৈক ভিখারিনীর তীব্র আর্তকণ্ঠ শোনা যায়। সন্দ্বেগ সন্দ্বেগ সবাই উৎকর্ণ হয়ে ওঠে অঝানা শন্দ্বকায়। কারো কারো চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে মুখটা ফাঁকা হয়ে যায়। জনৈক রোগশীর্ণ বৃদ্ধ ভিখারী তিন মাথা এক করে বসে কাশে, কাশে আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে বিশ্ব সংসারের পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত্র চেয়ে দেখে।ব

১ম ভিখারিনী। জ্বনেপথ্যের চিৎকার ক্ষীণতর হয়ে এলেৰ দ্যাখো দিনি কাণ্ড হুঁঃ জ্বআশেপাশের পাঁচ জনের প্রতিৰ আ২৬া, নিবি তো সব একসন্দ্বেগ করে ধরে নিয়ে যা না বাপু, যাঁ্যা. সেই না কথাঙ্গ তা না কেউ পড়ে থাকল, কেউ গেল, এ কী রকম ধারা বে আক্কেলে কাণ্ডঙ্গ জ্বচেঁচিয়ে মেয়েডারে নিয়ে গেলি অথচ মা বিটিরে ফেলে রেখে গেলি রাস্তায়, এট্টা প্রাণে এট্টা কথা বলল নাঙ্গ

১ম ভিখারি। জ্বউৎকর্ণ হয়েৰ তা চেঁচা২৬ কেন, ও রকম করে?

১ম ভিখারিনী। ওমা, ধরে নিয়ে যা২৬ তা চেঁচাবে না। কী বলেঙ্গ... ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে সব ইনজিশন দিয়ে দি২৬। আমি জানি।

জনৈক বৃদ্ধভিখারি। জ্বকাশতে কাশতেৰ ও সব ধরে নিয়ে যাবে। কেউ থাকবে না। এই বার যে যেখানে পারো পালাওঙ্গ পালিয়ে যাও সব। নইলে যে ভাবছ নন্দ্বগরখানার ভিতরি আছ বলে তোমাদের সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে, হে হে হে হে জ্বহেসেৰ সে ভেবো না মনে। ও সব ধরে নিয়ে যাবে। পালিয়ে যাও এই বার। সময় থাকতে চলে যাওঙ্গ সময় থাকতে চলে যাও সব।

কুঞ্জ। যা২৬ নিয়ে কোথায় সব নরি ভরতি করেঙ্গ

২য় ভিখারি। কী জানিঙ্গ কেউ বলছে ধরে ধরে নাকি সব যুদ্ধে নিয়ে যা২৬। আবার কেউ বলছে সমথ চাষী লোক যারা তাদের সব দেশ ঘরে পাঠিয়ে দি২৬ঙ্গ

১ম ভিখারিনী। ইনজিশন্ দিয়ে আবার মেরেও ফেলছে অনেক।

কুঞ্জ। দূর ও মিথ্যে কথা।

২য় ভিখারি। না তা বলা যায় না, হতে পারে।

কুঞ্জ। পাগল, না মাথা খারাপ। আরে যে ইনজিশনে মানুষ মরে, প্রাণঘাতী হলেও তো

তার নিজস্ব এট্টা দাম আছে। আর তোমার আমার জীবন—কী দাম আছে এ জীবননের? কিছু না। এমনিই বলে তাই উজোড় হয়ো গেল, য্যাঃ।

২য় ভিখারি। তো নরি ভরতি করে নিয়ে যা২৬ কোথায় সব ধরে-ধরে?

৩য় ভিখারি। শুনি তো অনেক কথাই। কেউ বলে ধান নাকি এবার এত হয়েছে যে কাটবার পর্যন্ত্র লোক পাওয়া যা২৬ না। তাই চাষী লোকদের সব গেরামে পাঠিয়ে দি২৬। আবার শুনছি—

কুঞ্জ। তার চাইতে ও নিজের থেকে হেঁটে চলে যাওয়াই ভালো, একেবারে পায়দলে। কাজ কী গিয়ে মিছে অত হান্দ্বগামায়।

২য় ভিখারি। হ্যাঁ, ও নরিতে করে আবার কেডা কোন্‌দিকে নিয়ে যায় তার ঠিক নেইঙ্গ

কুঞ্জ। জ্বহাত তুলেৰ হ্যাঁ এই বাগে একেবারে সিধে গিয়ে ওঠ উত্তরে, নেই কোনো ঝামেলা।

২য় ভিখারি। কোন্ দিকে বললে?

কুঞ্জ। জ্বহাত দিয়ে ইন্দ্বিগত করেৰ কেন সোজা এই উত্তরে।

২য় ভিখারি। তোমাদের উত্তরে? আমাদের দক্ষিণে। পাঁচ মহজ্বার নাম শুনছঙ্গ

কুঞ্জ। পাঁচ মহজ্বা।

২য় ভিখারি। হ্যাঁ, তা দূর আছে এখান থেকে।

বৃদ্ধ ভিখারি। সেই কথাই তো ভাবি, যে নড়ে বসতে পারিনে, অথচ এতটা পথ এ আমি কেমন করে পাড়ি দেব? কী গতি হবে আমার? জ্বকাশতে কাশতেৰ না শেষ পর্যন্ত্র রেখে যেতে হবে হাড় কখানা এখানেই—জ্বআর্তকণ্ঠেৰ তোমরা সব চলে যাও। আমারে ছেড়ে চলে যাও, ভূলে যাও আমারে। ভোল আমারে—

ড নেপথ্যে ঘন্টাধবনি।

২য় ভিখারি। হোই আবার ঘন্টা দেছে, আবার ঘন্টা দেছে।

১ম ভিখারিনী। বেজেছে এতক্ষণে—বাবতা, ঘন্টা দিতে একেবারে বেলা হেলিয়ে দেছে আজ। চ, চ।

ড কুঞ্জ, রাধিকা ও বৃদ্ধ ভিক্ষুক ভিন্ন অন্য সকলের মেটে হাঁড়িকুড়ি সহ ত্বরিতপদে প্রস্টথান।

বৃদ্ধ ভিখারি। জ্বআর্তকণ্ঠেৰ আমার সময় হবে না, তোমরা সব চলে যাও। জ্বএকটু সুরেৰ গাঁয়ে ফিরে যাও।

কুঞ্জ। জ্বরাধিকার প্রতিৰ গাঁয়ে ফিরে যাব কথাটা মনে করলে সে বুকের ভেতরটা একেবারে আমার, এই দ্যাখ না, হাত দিয়ে দ্যাখ বুকে, দ্যাখ— জ্বরাধিকার হাতখানা নিজের বুকে চেপে ধরেৰ দেখিছিস—ঙ্গ

রাধিকা। ৠচিন্ত্রান্বিতা মুখেৰ সত্যিই তো।

কুঞ্জ। ৠক রুণ হেসেৰ হেঃ, কী যে আনন্দ্ৰ হয় বউ আমা র, সে আমি তোরে—চল্ বউ আম রা গাঁয়ে ফিরে যাই। এ পোড়া মাটির দেশে আর থাক ব না। চল ফিরে যাই।

রাধিকা। চল না, আমা র কি অসাধ। গাঁয়ে ফিরে যা ব, সে তো আমা র সৌভাগ্যি র কথা। কিন্তু কোথায় যা ব? ৠকেঁদে ফেলেৰ সেখানকা র মাটিও তো পুড়ে গেছে আমা র ভাগ্যে— যদি আমা র মাখন থাক ত—ৠকাঁদেৰ

কুঞ্জ। ও স ব হ বে বউ, স ব হ বে। দুঃখ ক রিস নে। চল চল, বউ আম রা ফিরে যাই। এ পোড়া মাটি র শহরে আ র থাক ব না।

বৃদ্ধ ভিখারি। ৠআর্তকণ্ঠে সুর ক রেৰ মিথ্যে বসে আঁকড়ে থাকা, তোম রা স ব চলে যাও। তোম রা স ব চলে যাও।

কুঞ্জ। বউ্ঞ

ড রাধিকা কুঞ্জ র দিকে জলভ রা চোখে তাকায়।

রাধিকা। কী।

কুঞ্জ। ওঠ, চল।

রাধিকা চল।

ড কুঞ্জ র হাত ধ রে রাধিকা এগিয়ে চলে।

বৃদ্ধ ভিখারি। ৠআর্তকণ্ঠে সুর ক রেৰ দু রুস্ত রে র পথে আঁকা বাঁকা, তোম রা চলে যাও। তোম রা স ব চলে যাও। তোম রা চলে যাও।

ড কুঞ্জ র হাত ধ রে রাধিকা এগিয়ে চলে।

ৠপটক্ষেপৰ

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিকিৎসাকেন্দ্র। দ রদালানে র মতো লম্বা একখানা ঘ রে র দু-পাশ দিয়ে সা র বদ্ধ্রী ভা বে স ব খাটিয়া পাতা রয়েছে। স বগুলি বেডেই রোগী ভ রতি। ঘ রে র মাঝখানটায় এক জন নার্স একখানা চেয়ারে বসে আছে মাথায় হাত রেখে, কনুই দুটো তা র সামনে র টেবিলটা ছুঁয়ে আছে। টেবিলটা র ওপ র ওষুধপত্রে র বোতল, চিকিৎসা র স রঞ্জাম, খাতা-পত্র ঠাসা। দুজন রোগী শুয়ে শুয়ে অদ্ভুত শব্দ ক রে আর্তনাদ ক রছে। নার্সটি থেকে থেকে রোগীদে র দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকা২৬।

হল-ঘরে র সামনে ডানদিক স্বতন্ত্র একটু স্বল্প-পরিস র বা রান্দ্রা। বা রান্দ্রা র মাঝখানে ছোট্ট একটা টেবিলহু, দুখানা চেয়া র ও একখানা বেঞ্চ দেওয়ালে কাঠে র র‍্যাকে কোট ঝুলছে দেখা যা২৬। এক জন যু বক ডাশু া রকে কাজে ব্যস্ত দেখা যা২৬ ‘আউটডোরে র’ রোগীদে র নিয়ে। বা রান্দ্রা থেকে নিচে

নেমে যাবার সিঁড়ির ওপর নিঃস্ব রোগীরা ভিড় করে বসে আছে। একজন কম্পাউণ্ডারকে ওষুধের টেবিলের কাছে কাজে ব্যস্ত দেখা যা২৬। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক রোগীরা সব বসে আছেন ডাশুারের টেবিলের সামনের দিকে বেঞ্চের ওপর—হাতে সব শিশি। চিকিৎসাপ্রার্থী জনৈক ভদ্রলোকের সন্দেগ রয়েছে মাথা মুখ ব্যাণ্ডেজ করা দশ বারো বছরের একটা ছেলে।

পায়ে পট্টি জড়ানো, মাথায় পাগড়ি আর গায়ে কোট পরা জনৈক জমাদার গোছের লোক খবরদারি করছে জনতাকে।

হল-ঘরের পেছন দিককার বেড়ের এক নম্বর রোগীর কাতর আর্তকণ্ঠ শুনে নার্স উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল, তুলিতে করে কী একটা ওষুধ নিয়ে। একটু পরেই আবার ফিরে এসে টেবিলের কাছে একখানা খাতায় কী যেন লিখছে, এমন সময় রোগীরা আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠে। নার্স। জ্বরোগীদের দিকে মুখ করে ধমকের সুরেৰ কী হ২৬, কীঙ্গ

ধমক খেয়ে আঁই-আঁও শব্দ করতে করতে এক নম্বর রোগী চুপ করে যেতে নার্স অন্য রোগীদের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘড়ি মিলিয়ে নাড়ি দেখতে থাকে। হল-ঘরের ভেতরে ক্ষণকালের জন্য নেমে আসে কবরের প্রশান্ত্রি। একেবারে চুপচাপ, একটু পরেই আবার অন্যদিক থেকে দু-নম্বর রোগী ওঁ ওঁ শব্দে আর্তনাদ করে উঠে চুপ করে গেল। নার্স একনজর তাকিয়ে নাড়ি দেখে চলে—সব রোগীদের এক এক করে। এই গেল হল-ঘরের ভিতরের অবস্থা। আর বাইরের বারাজ্ঞায় সাহেবি পোশাক পরা যুবক ডাশুারটি রোগীদের বুকে এক এক করে স্টেথস্কোপ লাগিয়ে চোখ টেনে পিট বুকে আঙুল ঠুকে /নিঃশ্বাস নাও* /নিঃশ্বাস নাও* বলে পরীক্ষা করে চলে আর প্রেস্‌ক্রিপশন লিখে দেয়। প্রেস্‌ক্রিপশন হাতে করে রোগীরা আবার কিউ-এ গিয়ে দাঁড়া২৬ ওষুধ নেবে বলে। ধুতি সার শার্ট পরা কম্পাউণ্ডারটিকে ওষুধের টেবিলের কাছে ভীষণ ব্যস্ত দেখা যা২৬। পেট মোটা লাল, নীল সাদা ওষুধের বড়ো বড়ো বোতল থেকে তাকে হরদম ওষুধ ঢেলে দিতে দেখা যা২৬ রোগীদের শিশিতে।

কম্পাউণ্ডার। জ্বএকজনকে ওষুধের শিশি এগিয়ে দিয়ে অন্য একজন রোগীকেৰ তোমারঙ্গ

ডাশুার। জ্বজনৈক দুঃস্থ রোগীকে পরীক্ষা করেৰ কাশতে লাগে, বুকে?

আট নম্বর রোগী। হ্যাঁ বাবু, বড্ড যন্ত্রন্নাঙ্গ

ডাশুার। যন্ত্রন্না হয়ঙ্গ কী রকম যন্ত্রন্না?

আট নম্বর রোগী। কী রকম যন্ত্রন্না। যন্ত্রনা—জ্বপ্রকাশ করতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেৰ

ডাশুার। জিভ্‌ দেখি, জিভ্‌ঙ্গ

ডরোগী জিভ দেখাল।

বড়ো করে বড়ো করে—

উঁঙ্গ জ্বপ্রেস্‌ক্রিপশন লিখতে লিখতেৰ রাত্রে ঘুম হয়?

ডরোগী ঘাড় নেড়ে 'না' বলে।

হয় নাঙ্গ

আট নম্বর রোগী। আজ্ঞে না।

ডাশুার। জ্বপ্রেস্‌ক্রিপশনটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে রোগীর হাতে দিয়েৰ আ২৬া ঐ ওষুধটাই আরো হ৫াখানেক চলুক, বুঝলে?

আট নম্বর রোগী। আজ্ঞে আজ যে ওষুধটা পাল্‌টে দেবেন বলেছিলেন ডাশুারবাবু?

ডাশুার। পাল্‌টে দেব বলেছিলাম নাকিঙ্গ আ২৬া, এ হ৫াটা ঐ চলুক তোঙ্গ

আট নম্বর রোগী। কিন্তু্র যে কিছুতেই বগুধ হ২৬ নাঙ্গ

ডাশুার। হবে হবে, খেয়ে যাও ওষুধ। একটা কিছু হবার সময় যত তাড়াতাড়ি হয়, সারবার সময় কি আর তত তাড়াতাড়ি সারে? অস্টিথর হলে চলবে কী করে। জ্বঅন্য রোগীর প্রতিৰ হ্যাঁ তারপর—। জ্বআট নম্বর রোগীর প্রতিৰ আ২৬া যাও তুমি তা হলে।

আট নম্বর রোগী। ্রটা যে ডাশুারবাবু কিছুতেই—। এট্টুখানি ভালো ওষুধ দিন ডাশুারবাবু, আপনার পায়ে পড়ি।

ডাশুার। আরে বাবা ভালো ওষুধ কি আমি গড়াব? যা ভালো, ঐ তো দিইছি যা দেবার।

আট নম্বর রোগী। এ ওষুধ তো এক মাস ধরেই খা২৬হ্লু্র তো কিছুতেই যায় না। আর এই পা ফোলাও তেমনি আছে।

ডাশুার। ও্র-টর সব ওতেই যাবে।

আট নম্বর রোগী। যাবে?

ডাশুার। হ্যাঁ যাবে, যাও—আমার এখনও অনেক রোগী দেখতে হবে।

আট নম্বর রোগী। তবে যাই, তাই যাই।

ডকিউ-এ গিয়ে দাঁড়ায়।

ভদ্রলোক রোগী। জ্বডাশুারের টেবিলের সামনে যিনি বসেছিলেনৰ সবই ম্যারেলিয়া কেস্‌, না ডাশুারবাবু?

ডাশুার। মোস্টলি তবে—এই দেখুন না, নট ওনলি ম্যালেরিয়া, শোথ হয়েছে লোকটার। প্রায় মাসাধিক কাল ভুগছে। এদিকে ওষুধ নেই, পত্তর নেই, বলুন তো কী দিয়ে কী চিকিৎসা করি।

ভদ্রলোক রোগী। তা জানান না কেন এ সব কথা ওপরে।

ডাশুার। লিখে লিখে হয়রান মশাই, বলি যে ওষুধ-পত্তরই যদি সাপ্লাই করতে না পারো তো দরকার কী এই 'শ্যাম শো'-ব, বগুধ করে দাও হাসপাতাল। হা, না—কোনো জবাব নেই তার। এখন বলুন, এ অবস্টথায় আমরাই বা কতটুকুখানি কী করতে পারি। ভালো করে দেখে শুনে বিধি-ব্যবস্টথা করতে দু-ঘন্টার জায়গায় নয় দশ

ঘন্টাই আমরা খাটলাম, দশখানার জায়গায় নয় দু'শখানা প্রেস্‌ক্রিপশন লিখলাম, কিন্তু ওষুধ যদি না পাওয়া যায় তো কী হবে তাতে করে বলুনঙ্গ

ভদ্রলোক রোগী। তা তো বটেই।

ডাক্তার। আন্ত্রিকতা থাকতেও সে আন্ত্রিকতার কোনো মূল্য নেই। ট্রাজিডিই তো আমাদের এই। যাগ্‌গে সে সব কথা—ত্মঅন্য রোগীর প্রতিৰ কই দেখি তোমার কী?

ডহঠাৎ হল-ঘরের ভেতর থেকে একটা রোগীর আর্তকণ্ঠ শোনা যায় আঁ-া-া

নার্স এক বার ত্রস্ত পায়ে রোগীর দিকে এগিয়ে যায়।

তারপর রোগীকে একনজর দেখেই ছুটে যায় ডাক্তারের কাছে।

নার্স। ত্মত্রস্তেৰ ডাঃ মুখার্জি

ডাক্তার। য়্যাঁ।

নার্স। পাঁচ নম্বর পেশেন্টের, 'হেমপ্‌টিসিস' হ২৬।

ডাক্তার। হেমপ্‌টিসিস্‌ঙ্গ কারণ?

নার্স। কারণ, আপনি এক বার দেখবেন চলুন।

ডাক্তার। চলুন, চলুন।

ডডাক্তার ও নার্সের হল-ঘরে প্রস্টথান।

ওদিকে চলমান 'কিউ' সরে সরে যা২৬।

যে যার মতো ওষুধ-পত্তর নিয়ে চলে যা২৬।

ত্মকয়েক মুহূর্ত রোগীর দিকে তাকিয়েৰ চার্টটা দেখি।

ডনার্স চার্ট এনে দেয়।

ত্মচার্ট দেখেৰ উঁ, টেম্পারেচারটা তো দেখছি বেশ 'রাইজ' করেছে আবার। সেই পাউডারটা দেয়া হয়েছিল?

নার্স। হ্যাঁ।

ডাক্তার। একটু বরফ আনতে বল জমাদারকে, চট করে।

ডডাক্তার নাড়ি পরীক্ষা করতে শুরু করেঙ্গ

নার্স। ত্মবাইরের দিকে এগিয়ে গিয়েৰ জমাদারঙ্গ—জমাদারঙ্গ

ডজমাদারের প্রবেশ।

থোড়াসে বরফ লাও।

জমাদার। লাতা হুঁ।

ডাক্তার। নেই একটা ওষুধ, নেই একটা কিছুহ্ল, ধেত—

নার্স। ত্মএগিয়ে এসেৰ ইনজেক্‌শন্‌ দেবেন নাকি একটা, গ্লুকোসঙ্গ

ডাক্তার। গ্লুকোস ইনজেশন নেই।—নেই ইনজেকশন, নেই ওষুধ , আছে শুধু ঘর ভরতি রোগী—নন্‌সেন্স কারবার।

ডহঠাৎ পাঁচ নম্বর রোগীর খিঁচুনি আরম্ভ হয়।
নার্স ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে ঘরে রোগীর দিকে।

নার্স। ডাক্তার মুখার্জি, পেশেন্ট—

ডাক্তার। আই য্যাম হেল্পলেস্। কি২৬ু করবার নেই।

নার্স। জ্বনাড়ি দেখেৰ কিম্ভ্রু পেশেন্ট যে সিন্দ্বক্ করছে ডক্টর—

ডাক্তার। জ্বচেঁচিয়েৰ ও হো, আই নো রেবা হি উইল ডাই। হি, এণ্ড দি হোল লট অব দেম। দি ফিউচার ইজ বিয়িং মার্ডার্ড, ডেলিবারেটলি, মার্ডার্ড বাই থিভস্ অ্যাণ্ড বাংলার্স।

ডাক্তারের চিৎকার শুনে সমস্ত রোগী বিছানার উপর আধশোয়া হয়ে উঠে বসে আতন্দ্বেক

ডআ আ আঁই শব্দ করতে থাকে।
কম্পাউণ্ডার একবার উঁকি মেরে দেখে যায়।

জ্বনিজেকে সামলে নিয়েৰ শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো তোমরা সব। কিছু হয়নি তোমরা শোও, শুয়ে পড়ো। শোও, হ্যাঁ শোও।

ড রোগীরা সব পূর্বের মতো আবার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।
আর নার্স মৃত পাঁচ নম্বর রোগীর খাটিয়া ঘিরে একটা সাদা পর্দা টাঙিয়ে দিল।
আস্তে আস্তে বাইরের বারাচ্ছায় ডাক্তারের পাশে এসে দাঁড়ায়।
রোগীদের কিউ পরিষ্কার হয়ে গেছে এতক্ষণে।
বাইরের ওষুধের টেবিলের কাছে শুধু কম্পাউণ্ডারকে কাজে ব্যস্ত দেখা যা২৬।
স্ট্রেচারসহ দুজন ধান্দ্বগরের প্রবেশ।

নার্স। জ্ববাহক দ্বয়ের প্রতিৰ পাঁচ নম্বর।

জনৈক বাহক। জি।

ডমৃতদেহটিকে স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে বাহক দ্বয়ের প্রস্টথান।

ডাক্তার। জ্বনিজ টেবিলে কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ নার্সের দিকে মুখ তুলে করুণ হেসেৰ কী দেখে আশা করেছিলে যে লোকটা বাঁচবে, রেবাঙ্গ

নার্স। আশা? না আশা আর কীঙ্গ

ডডাক্তার কাজে মনোনিবেশ করে। প্রধানের প্রবেশ।

জ্বহঠাৎ নার্স দেখতে পায় যে দরজার কাছে আলু থালু বেশে বুড়ো মতো একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে অনেকটা পাগলের মতো। বগলে নোংরা কতকগুলো কাগজ-পত্তর,

হাতে একটা হাঁড়ি। আর কাঁধে কতকগুলো নোংরা শতছিন্ন জামা কাপড়, ছেঁড়া কম্বল।ৰ —কী, তোমার আবার কী?

ডাশুার। জ্বমুখ তুলেৰ কেঙ্গ

নার্স। কী চাই তোমার?

প্রধান। আমার, আমার এট্টু ওষুধের দরকার মাঠান।

নার্স। ওষুধ।

ডকাঁচুমাচু মুখ করে প্রধান মাথা নাড়ে।

কিসের ওষুধ?

ডাশুার। কী বলছে কীঙ্গ কে দেখিঙ্গ

নার্স। দেখুন তোঙ্গ

ডাশুার। জ্বউঠেৰ কি হয়েছে কীঙ্গ কী বলছ তুমি।

প্রধান। জ্বএগিয়ে এসেৰ আমার এট্টু ওষুধ বাবা, জ্বপায়ের দিকে লক্ষ করেৰ বড্ড ব্যথা।

ডাশুার। বড্ড ব্যথাঙ্গ কোথায়, দেখিঙ্গ জ্বহাতের আবর্জনাগুলোর দিকে ইন্দ্বিগত করেৰ ওগুলো কী?

প্রধান। এই, আছে।

ডাশুার। এমনিই আছে?

প্রধান। জ্বঅপ্রতিভ হেসেৰ হ্যাঁ—এমনিই আছে।

ডাশুার। ফেলে দাও না ওগুলোঙ্গ কী হবে ও দিয়েঙ্গ

প্রধান। এগুলো ফেলে দিলে আর কী থাকবেঙ্গ ওগুলো কি ফেলে দেওয়া যায়। এ সব হল—

ডাশুার। অমূল্য রতন। ফেলে দেওয়া যায় না, না?

প্রধান। না জ্বহাসেৰ

ডাশুার। জ্বনার্সকেৰ বুঝতে পেরেছেন, অসুখঙ্গ

নার্স। জ্বমুখ টিপে হেসেৰ একটু একটু।

ডাশুার। এ রকম যে কত হয়েছে—হবেই কিনাঙ্গ

প্রধান। জ্বনা বুঝেৰ নিছয় হবে, কেন হবে না জ্বহঠাৎ ব্যথা অনুভব করেৰ উ-হু-হু-হু, বড্ড ব্যথা।

ডাশুার। কোথায়, দেখি ব্যথা কোথায়ঙ্গ

প্রধান। জ্বহাত তুলেৰ এই এখানে। জ্বহাত দিয়ে দেখিয়েৰ এইখানে ব্যথা।

ডাশুার। জ্বপা টিপেৰ কই ব্যথা কইঙ্গ লাগে টিপলে?

প্রধান। না।

ডাক্তার। তবে, ব্যথা কোথায়?

প্রধান। [মৃদু হেসে] ঐতো, ঐখানেই ছিল।

ডাক্তার। ঐখানেই ছিল, আরে।

প্রধান। হ্যাঁ ঐখানেই ছিল। তারপর পালিয়ে গেল। এক দৌড়ে পালিয়ে গেল—

(নার্স মুখ টিপে হাসে।)

ডাক্তার। পালিয়ে গেল দৌড়ে?

(প্রধান হাত তুলে বিজয়ীর ভঙ্গিতে।)

কোথায় গেল?

প্রধান। [বলিষ্ঠ আকার ইঙ্গিতে] ঐ ব্যথা দৌড়ে পালিয়ে গেল—একেবারে সে সোঁ-ও-ও-ও-ও-ও নদ-নদী, খালখন্দ পেরিয়ে বনবাদাড় ভেঙে সে ব্যথা একেবারে হাওয়া গাড়ির মতো দৌড়ে চলে গেল হুই—

[হঠাৎ শরীরের কোনো অংশে ব্যথা লেগে চাপা গলায় আ-া-া শব্দ করে বুকে হাত চেপে আধবসা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তার নার্সের দিকে তাকায় আর প্রধান দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ব্যথার অভিব্যক্তি জানাতে থাকে।]

ডাক্তার। [ক্ষীণ হেসে] আবার ব্যথা করছে তো?

প্রধান। [গম্ভীর ভাবে] হ্যাঁ, আবার ব্যথা করছে। এ ভয়ানক ব্যথা দারুণ যন্ত্রণা। এ ব্যথা এই আছে, এই নেই। কালবোশেখির মেঘের মতো আছে এ ব্যথা একেবারে হু হু করে উঠে আসে আমার সর্বাঙ্গ ছেয়ে—তারপর এই যে মাতন লাগে আরে বতাস রে বাপ্ সে একেবারে ঘর বাড়ি ভেঙে চুরে—

ডাক্তার। [ধমকের সুরে] থামো।

প্রধান। [সবিনয়ে] থামতে বলছেন?

ডাক্তার। হ্যাঁ থামতে বলছি—ও ব্যথা ট্যথা তোমার সব বাজে কথা, মিথ্যে।

প্রধান। [ক্ষোভের সুরে] মিথ্যে।

ডাক্তার। হ্যাঁ মিথ্যে। একদম মিথ্যে।—ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। তোমার ব্যথা নেই।

প্রধান। [বোকার মতো] ব্যথা নেই?

ডাক্তার। না ব্যথা নেই, কিছু নেই। ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা।

প্রধান। [হঠাৎ নোংরা জামা-কাপড় আর আবর্জনাগুলো জোরে আঁকড়ে ধরে সোজা হয়ে

দাঁড়ায়ৰ তাই ভালো। ভুলে যাও। ভুলে যাও ব্যথার কথাঙ্গ ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। ভুলে যাও।

ডনিজের আবেগে কথা বলতে বলতে প্রধানের প্রস্টথান।

ডাশুার ও নার্স বিস্মিতের ভন্দিগতে চেয়ে থাকে প্রধানের দিকে।

জ্বপটক্ষেপৰ

৪৭.১২ সারাংশ ঃ জ্বন বান্ন ঃ তৃতীয় অন্দ্বকৰ

কুঞ্জ আর রাধিকা এই লন্দ্বগরখানায় এসে জানতে পারে রাস্তার থেকে পুরুষ মানুষদের ধরে নিয়ে যা২৬ যুদ্ধে। 'কেউ' বলছে ধরে ধরে নাকি সব যুদ্ধেনিয়ে যা২৬। [২য় ভিখিরি] আর সোমথ মেয়েদের ধরে নিয়ে যা২৬ অন্যত্র, ...নিবি তো সব একসন্দ্বেগ ধরে নিয়ে যা না বাপু, য়্যাঁ, সেই না কথাঙ্গ তা না কেউ পড়ে থাকল, কেউ গেল, এ কীরকম ধারা বেআক্কেলে কাণ্ডঙ্গ জ্বচেঁচিয়েৰ মেয়েডারে নিয়ে গেলি অথচ মা বিটিরে ফেলে রেখে গেলি রাস্তায়, এটা প্রাণে এট্টা কথা বলল নাঙ্গ' [১ম ভিখারিনী] সব মিলিয়ে মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে মূল্যহীন। তাই কুঞ্জ বলে, 'আর তোমার আমার জীবন—কী দাম আছে এ জীবনের? কিছু না। এমনিই বলে তাই উজোড় হয়ে গেল, য়্যাঁ।' [৩য় অন্দ্বক ১ম দৃশ্য] এখান থেকে তারা আবার এও জানতে পারে,—সমথ চাষীলোক যারা তাদের সব দেশ ঘরে পাঠিয়ে দি২৬।' কেন না. 'কেউ বলে ধান নাকি এবার এত হয়েছে যে কাটবার পর্যন্ত্র লোক পাওযা যা২৬ না। তাই চাষী লোকদের সব গেরামে পাঠিয়ে দি২৬।' [৩য় ভিখিরি]

কুঞ্জ আর রাধিকার সমস্ত অন্ত্র রটা আমিনপুরের জন্য কেঁদে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে আমিনপুরে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রাণ আনচান করে ওঠে। ত্বরিতে কুঞ্জ রাধিকাকে প্রস্তাব দেয়, 'চল বউ আমরা গাঁয়ে ফিরে যাই। এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না। চল ফিরে যাই।' [৩য় অন্দ্বক, ১ম দৃশ্য] রাধিকা এই প্রস্তাবে রাজি হয়। চল না, আমার কি অসাধ । গাঁয়ে ফিরে যাব, সে তো আমার সৌভাগ্যির কথা। কিন্ত্রু কোথায় যাব?—সেখানকার মাটিও তো পুড়ে গেছে আমার ভাগ্যে—যদি আমার মাখন থাকত—' [ঐ]

বন্যা, হাহাকার, দুর্ভিক্ষ কবলিত অসহায় মানুষের বুকে গভীর দুঃখ আর হতাশা। কিন্ত্রু 'নবান্নে' শুধু দুঃখ আর হতাশার কাহিনী নেই। তা যদি থাকত তাহলে এই নাটক নাট্য আন্দ্রোলনের হাতিয়ার হতে পারত না, পারত না গণনাটকের মর্যাদা অর্জন করতে। 'নবান্নে' দুঃখ জর্জরিত একদল মানুষের ক্রন্দ্রন আছে, দুর্ভিক্ষ কবলিত অসহায় মানুষের হতাশা২৬ন্ন হাহাকার আছে, কিন্ত্রু সেই সন্দ্বেগ প্রচণ্ড আশাবাদের ইন্দ্বিগত, 'ও সব হবে বউ, সব হবে। দুঃখ করিস নেঙ্গ' 'নবান্ন' নাটকের মূল্য এখানেই। 'সব হবে' এই আশাবাদই 'নবান্ন' নাটকের আসল ঐশ্বর্য। দুঃখের অমানিশা কাটবে প্রভাতের অরুণালোয় জীবন আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এই আশা ও আলো কুঞ্জর চোখে ঝলমল করে ওঠে। 'কুঞ্জর হাত ধরে রাধিকা এগিয়ে চলে।' [ঐ] এ হল প্রথম দৃশ্যের বিষয়বস্তু।

তৃতীয় অন্ধের দ্বিতীয় দৃশ্য একটি চিকিৎসা কেন্দ্র। দরদালানের মত একটি লম্বা ঘরের দু'পাশের সারবদ্ধী খাটিয়ায় রোগী ভর্তি। তাদের কেউ কেউ তীব্র আর্তনাদ করছে। বারান্দায় চেয়ার টেবিল পেতে ডাক্তারবাবু বহির্বিভাগের রোগী দেখছেন। তিনি রোগী দেখে প্রেস্‌ক্রিপশন লিখেছেন। কম্পাউণ্ডার লাল নীল বোতল থেকে ওষুধ রোগীদের শিশিতে ঢেলে দেন।

অপুষ্টিজনিত কারণে নানা ধরনের রোগ। চিকিৎসা কেন্দ্রে উপযুক্ত ওষুধ নেই— রুগীর অভিযোনও অস্ত্রহীন। ডাক্তারবাবু নিষ্ঠাভরে রোগী দেখেও তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে না পারায় অসহায় বোধ করেন। অনুভব করেন, /আন্ত্রিকতার কোন মূল্য নেই*। বলেন, 'আই অ্যাম হেল্পলেস্'।

এমনি সময় আকস্মিক দুর্যোগে মানসিক ভারসাম্যহীন অনাহারক্লিষ্ট প্রধান সমাদ্দার নোংরা জামা কাপড় ও স্তূপাকৃতি আবর্জনা নিয়ে ঢুকে পড়ে। সে যে ব্যথার কথা বলে তার সন্দেগ সেই কালবোশেখির যোগ দেখা যায়। সবমিলিয়ে অন্দকটি যেন হাতাশা ও আশার দোলায় আন্দ্রোলিত জীবনের একটি বাস্তব ছবি।

৪৭.১৩ মূলপাঠ ৪ — নবান্ন ঃ চতুর্থ অন্দ্বক

প্রথম দৃশ্য

শহর থেকে ফিরে ভাঙা ঘরখানা জুড়েতেড়ে নিরঞ্জন আবার বাসোপযোগী করে নিয়েছে। পর্দা সরে যেতেই প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন গেরস্থ চাষীকে প্রধান সমাদ্দারের বাড়ির স্বল্প পরিসর উঠোনটার মাঝখানে পারস্পরিক আলোচনায় মত্ত দেখা যা২৬। জনতার ভেতর তিনটে গ্রুপ। প্রত্যেক গ্রুপে তিন চারজন করে লোক বি২৬ন্নভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শোনা যা২৬। প্রত্যেকটা গ্রুপের আলোচ্য বিষয়বস্তু ও বিশ্লেষণের নিজস্ব একটা ঢং আছে। বাকি লোক সব উঠোনে বসে এ ওর সন্দেগ কথাবার্তা বলছে। তবে বসে আছে যারা তাদের আলোচনাটা তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না। দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে ঐ তিনটে গ্রুপ। তবে বৈশিষ্ট্য এখানেও যে যখন যে গ্রুপটা কথা বলছে কখনও কখনও বাকি দুটো গ্রুপের আলোচনায় ভাটা পড়ছে অভিনয়ের খাতিরে। মঞ্চের ডানদিকে দাঁড়িয়ে প্রথম গ্রুপ ফকির, সুজন ও ভজনের মধ্যে পর্দা সরে যেতেই আলোচনা শুরু হয়। মঞ্চের মাঝখানে ও বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আর দুটো গ্রুপ তখন নিচু গলায়, আকারে ইন্দ্বিগতে আলোচনা চালাতে থাকে। দাওয়ার ওপর দয়াল মণ্ডল, নিরঞ্জন প্রভৃতি বসে, আলাপ আলোচনা করছিল এতক্ষণ। সখীচরণ কথা শেষ করতেই বরকত সভা আহতান করে।

ফকির। ৺সুজনের প্রতিৰ বাপের দেনা ঘাড়ে নিয়ে জগতে জন্দেছি আবার মরবার সময় নিজের দেনাটা যথারীতি ছেলের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে চলে যাব, এই তো হয়ে আসছে দেখি চিরটাকাল., জন্দ-জন্দান্ত্র র। তা এ আর এটা কথা কী এমন বিশেষ।

ভজন। না এ যা বলছ তা খাঁটি কথাই বলেছ।

সুজন। সেই কি আর এটাটা কথা হল।—চলে এয়েছে বলেই যে জিনিসটারে চালিয়ে নেবে, ভালমন্দ্র বিচার পর্যন্ত্র করবে না, কী রকম ধারা কথা।

ফকির। উপায় কী বলঙ্গ

সুজন। উপায়—করে নিতে হবে উপায়।

ফকির। তা য়্যাদ্দিন হয়নি কেন—এ তো আর তোমার আজকের সমস্যা না।

সুজন। য়্যাদ্দিন হয়নি কেন—কী রকম যে তুমি কথা বল মামু তা বুঝে উঠতে পরিনে। আরে সমস্যা যদি মেনেই নিতে তো উপায় খুঁজে বের করবার দরকারটা পড়ে কিসেঙ্গ সবতার আগে ওটা যে এট্টা সমস্যা, এই বুঝটা তো অন্ত্রত থাকা দরকার, না কী?

ফকির। না তা তো—

সুজন। তো তবে।

জ্বসুজনের কথার সন্দেগ সন্দেগ প্রধান গ্রুপের আলোচনাটা নিস্তেজ হয়ে আসতেই মঞ্চের মাঝখানটায় দ্বিতীয় গ্রুপটা মুখর হয়ে ওঠে। প্রথম গ্রুপের আলোচনাটা তখন বাহ্যত দু-একটা কথা বার্তা কানাঘুসো ও ভাবে-ভন্দ্বিগতেই ব্যশু হতে থাকে। দ্বিতীয় গ্রুপের রহিম বরকত ও গোলাম নবীর মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়। বরকত তার কচি মেয়েটাকে সাজিয়ে কাঁধে করে নিয়ে এনেছে।ৰ

রহিম। কিন্ত্রু তা যেন না হয় দিলাম, কিন্ত্রু পীরের দরগায় খাসিঙ্গ সেটা তো দিতেই হয়।

বরকত। কেনঙ্গ

রহিম। মানত রয়েছে যে।

বরকত। তোর দেখছি শতেক দেনাঙ্গ

গোলাম নবী। মানত আছে পরে দিও খাসি। তাতে কোনো দোষ নেই। আসলে দেওয়া নিয়ে হ২৬ কথা। দুদিন পেছিয়ে দিলে আর তুমি জাহান্নামে যাবে?

রহিম। কিন্ত্রু মওলানা যে আমারে তা হলে একে বারে সেরে ফেলে দেবে'খনঙ্গ এই বলে তাই—

বরকত। বললেই হল আর কী মওলানা। সুবিধে-অসুবিধে নেই মানুষেরঙ্গ ও তুমি দেবার হয় পরে দিও। ...খোদাতালার চোখ তোমার গে ঐ মওলানার কটা চোখের মত ছোটো না. একথা মনে করে রেখো।

বরকতের কথার সন্দেগ সন্দেগ দ্বিতীয় গ্রুপের আলোচনায় ভাটা নামে। আরম্ভ হয় তখন তৃতীয় গ্রুপের কথা বার্তা। দিগম্বর, সখীচরণ প্রমুখ চারজন লোক আলোচনা আরম্ভ করে।

দিগম্বর। আরে পাওনাদার তো আমরা সকলেই। তার জন্যে আর কী, হ্যাঁঃঙ্গ জীবন-ভর খালি দেনাই করে গেলাম, পেলাম না আর কোনো কিছু কারো ঠেঙে।

সখীচরণ। ফসলডা যদি এক বার মরে-পিটে তুলতে পারি তো দেখি এক বার।

দিগম্বর। এখন বলেছ বটেঙ্গ কিন্তু পেট ভরবার সন্দেগ সন্দেগই দেখবে যে আবার দয়াবান হয়ে উঠেছ। তখন তার শত্রু-মিত্র জ্ঞান থাকবে না—এই রোগেই তো মরলে চাষী, —দিল করে রেখেছ সব রাজার নাগাল অথচ সন্দগতি নেই এক আধলার।

সখীচরণ। না এবার আর—

ডদাওয়ার উপর দয়াল মণ্ডল, নিরঞ্জন প্রভৃতি আলাপ আলোচনা করছিল এতক্ষণ। সখীচরণ কথা শেষ-করতেই বরকত সভা আহতান করে।

বরকত। তা হলে এইবার আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে, কী বল মণ্ডলঙ্গ এসে তো গেছে সকলেই এক রকম।

দয়াল। হ্যাঁ আর দেরি কী?

নিরঞ্জন। না, আর দেরি কী, এইবার শুরু করে দেওয়া যাক।

বরকত। হ্যাঁ শুরু করে দাও।

দিগম্বর। আর সকলেই তো এক রকম উপস্থিত হয়ে গেছে, এইবার—

সখীচরণ। আরম্ভ কর।

ডনেপথ্যে 'বল হরি হরিবোল' ধবনি।

বরকত। দয়ালদা শুরু কর।

ডনিরঞ্জনের কানে কানে যেন কী কথা বলল।

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। জ্বমাথা নেড়ে হাসতে লাগলৰ

দয়াল। আমিই করব, তার চাইতে বরং—

নিরঞ্জন। না তুমিই কর, শুরু করে দাও তারপর—

বরকত। হ্যাঁ আরম্ভডা তো করে দাও তারপর সকলে মিলে সেডারে

দয়াল। জ্বএকটু হেসেৰ আ২৬া, আ২৬াঙ্গ

ডসহসা একটা ঋজুতা ও কাঠিণ্যের ছাপ ফুটে উঠে দয়ালের মুখে।

দয়াল। জ্বমাটিতে আঙুল দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে তার হঠাৎ মুখ তুলে তুলেৰ মানে কথা হ২৬ যে, আমরা, যারা আজ এখানে উপস্থিত হইছি, তারা বেশ ভালো করেই সমস্যার কথা জানি। কী যে সমস্যা, না সে সমস্যা খুবই গুরুতর সমস্যা জীবন-মরণ সমস্যা—ফসল কাটা, ঝাড়া, তোলা তারপর আবার তোমার সেই ফসল রক্ষে করার সমস্যা। এখন প্রকৃত অবস্থা যা, তাতে করে সত্যি কথা বলতে গেলে, এই যে আমরা আজ এখানে দশজন বসে ভেবে-চিন্ত্রে এটা উপায় বের করব বলে স্থির করেছি, এই সময়ডাও পর্যন্ত্র আমাদের নষ্ট করা উচিত নয়।

নিরঞ্জন। ঠিক, অতি ঠিক।

ডনেপথ্যে 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি।

দয়াল। আমি বলছিনে যে এ আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন নেই। আছে, খুবই আছে। সে কথা না, তবে অবস্থার গুরুত্বটা যাতে করে আমাদের কারো কাছে এক মুহূর্তের জন্যেও কম মনে না হয়, সেই কারণেই ঐ কথাটা উত্থাপন করলাম। সাদা কথায় বলতে গেলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, এখনই এই মুহূর্তে আমরা যদি ফসল রক্ষে করার একটা ব্যবস্থা না করে উঠতে পারি, তা হলে মিত্যু ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্ত্র থাকবে না। সব ঘরে পড়ে মরতে হবে আমাদের। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ডসকলে নড়ে চড়ে বসে ও পরস্পররের কানে কানে যেন কী সব বলা কওয়া করে।

একটা কলগুঞ্জন ওঠে।

সংক্ষেপে সমস্যার কথা আমি বললাম, এইবার সকলে মিলে তোমরা কওয়া বলা কর, কী হলে কী হয়, কোন পথে এর এট্টা মীমাংসা হয়—বরকত বল।

বরকত। জ্বনড়ে চড়েৰ বলব বা কী আমি।

দয়াল। জ্বকল্‌কে দিয়েৰ আহা এ সম্বণ্ডেধ তো যা-হোক কিছু ভেবেছ, তো সেই কথাই বল। সমস্যা সকলের—জ্বতামাক টানেৰ

ডনেপথে— 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি।

বরকত। না সে তো ঠিক কথা।—

নিরঞ্জন। তুমি যা ভেবেছ তাই বল।

ডনেপথে খুব জোরে— 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি।

নিরঞ্জন। আরে ও মারা গেল কেডা।

ডনেপথ্য থেকে উত্তর আসে— 'ত্রিলোচন বিশ্বাস'।

দিগম্বর। ত্রিলোচন মানে যে আমাদের নারানের বাপ। য়্যাঁ আরে সে দিনও তো কত গল্প করলাম রাস্তায় দাঁড়িয়ে ত্রিলোচনের সন্দেগ। কী আছর্য।

সখীচরণ। হইছিল কী?

নিরঞ্জন। আবার হতে হয় নাকি কিছু।

বরকত। মরা তো হয়েছে হাতের পাঁচ। গেলেই হল।

দয়াল। য়্যাঁ-া-া-া।—হয়েছেই এই অরাজক অবস্থা—তা সে যে গেল তার দায়িত্ব তো ফুরিয়েই গেল এখন থাকল যারা তাদের নিয়েই হ২৬ কথা। ধান যে ওদিক সব পেকে ঝড়ে পড়ে গেল, সেই অপমিত্যু ঠেকাবে কী দিয়ে এখন সেই কথাই ভাবো।

ফকির। তারপর বরকত বল কী বলছিলে।

বরকত। কীই বা বলব।

দিগম্বর। যা ভেবেছ, তাই বলবে। ঠিকই যে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। তবে দেখবে যে এই আলাপ-আলোচনা করতে করতেই পথ এট্টা খুঁজে পাওয়া যাবে, এই, বল, বল না।

সখীচরণ। হ্যাঁ পাঁচজনে মিলে আলোচনা এর ভেতর আবার এট্টা কথা কীঙ্গ

বরকত। মানে কথা হ২৬ যে ভাবিনি যে এ বিষয়ে কিছুই একেবারে তা নয়হ্লু, ভেবেছি। তবে বিষয়ডা তো সহজ নয় তেমন, মুশকিল আসানের পথ এখনও ভেবে বার করতে পারিনি। তারপর শুধু শুধু ভেবেই বা কী করব বল? না পাওয়া যায় এট্টা লোক যে বাতে সন্দ্বেগ এট্টু জোগান দেবে। খাওয়া পরা বাদে দু-তিন টাকা রোজ দিয়েও লোক মেলে না। এখন এত ফসল কেটে তুলি কী করে, বলদিনি। অথচ এদিকে আবার এমনিই অবস্থা— মাতবওর অবশ্য বলেছে সে-কথা যে, দুইচার দিনের ভেতর এই ফসল কাটা হল তো হল, আর নয় তো বিলকূল পয়মাল হয়ে গেল। এই তো অবস্থা। ভাবিনি বলছ, ভেবেছি কিন্তু ঐ পর্যন্ত্রই। বিশখানা কাস্তের জায়গায় আমার এই এতটুকুখানি একফালি কাস্তে এ কতডা কী করতে পারে বল তো? তো কী বলব বল এ কথার।

দয়াল। এ তো তোমার গিয়ে সেই সমস্যার কথাই দাঁড়াল।

বরকত। হ্যাঁ, তা তাই তো হল। তা ছাড়া আর কী। ভেবে চিন্ত্রে যখন খেই-ই পা২৬ নে কিছুতেই এর তখন—দুই চোখ এক করতে পারিনে রাতে মণ্ডল, খালি ভাবনা আর চিন্ত্রে, ভোর বেলা উঠে দেখি মুখখানা একেবারে পচে তেতো বিষ হয়ে আছে। হাতে পায়ে বল পাই নে—

দিগম্বর। আর এই অসুখ বিসুখহ্লু, একেবারে জেরবার করে ফেক্সে মনে প্রাণে। সাওস, উদ্যম, যে না এটা করতেই হবে আমার তা সে মরি আর বাঁচি এ আসবে কোত্থেকে। মানুষ কি আর মানুষ আছে? নাঙ্গ

দয়াল। বুঝলাম, সব বুঝলামহ্লু, কিন্তু এই মানুষই তো আবার বাঁচতে চাইবে দিগম্বর। সহায় নেই সন্দ্বগতি নেই, মন্বন্ত্ররে একেবারে্লে পুড়ে গেছে সব ঘর-সংসার, তবুও তো দেখ আবার এই সভা হয়। তাও আবার কোথায়? নিরঞ্জনের বাড়ির ওপর, উঁ নিরঞ্জনই হল গিয়ে তার জোগাড়ে। তা এ তুমি ঠেকাবে কেমন করে। মানুষের ভেতরকার এই যে এট্টা ই'য়ে এ তুমি রোধ কর কী করে। মানুষ তো বাঁচতে চাইবেই।

ড ক্ষণকালের জন্য সকলেই চুপচাপ। একটু পরে নিরঞ্জন গলাখাঁকারি দিয়ে আকারে ইন্দ্বিগতে যেমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে হাবভাবে মনে হয় যেন সে কিছু বলতে চাইছে।

বরকত। নিরঞ্জন কিছু বলবে নাকি? তা বল না, জোরেই বল।

দয়াল। কী নিরঞ্জন কিছু বলতে চাও? তো বল না বলহু,

নিরঞ্জন। না এই বলছিলাম কীঙ্গ

দয়াল। উঁ।

নিরঞ্জন। এই যে বরকত চাচা আর দিগম্বর যা বলছিল, অসুখ বিসুখ আর দুঃখ-কষ্টের কথা, তা সে কথা বলতে গেলে ওতো আমাদের জীবনের এক রকম চিরসাথী হয়ে গেছে। এমন না, দু'দণ্ড বসে ঐ নিয়ে পাঁচজনে আলাপ-আলোচনা করলে তার উপশম হবে'খন।

দয়াল। ঠিক।

নিরঞ্জন। তা এখন যদি কিছু করতে হয় তো এই অবস্থার ভেতরে থেকেই যা হয় এট্টা কিছু করতে হবে।

দিগম্বর। তা তো বুঝেছে সকলেই। কিন্তু সেই 'যা হয় এটা কিছু' করা নিয়েই তো মুশকিল বেঁধেছে। কী সেডা?

বরকত। আদত কথাই তো তাই।—আ২৬া—া-া—

দয়াল। বল কী বলছিলে।

বরকত। বলছিলাম বলি জমিদার বাবুরা, জমিদার বাবুরা যদি এই গে তোমার গত ক'সনের খাজনা—

দয়াল। মুকুব করে—

বরকত। হ্যাঁ।

দয়াল। বেশ তো আবেদন-নিবেদন করতে থাকো না কেন, বারণ করছে কেঙ্গ খাজনা-পত্তর চাই, মুকুব চাই, বীজধান চাই, কৃষিঋণ চাই, এ সব তো আছেই। তবে আমার কথা হ২৬ যেহু, প্রথম থেকেই একেবারে ওপরওয়ালাদের ওপর নির্ভর করে না থেকে নিজেরা কতটুকুখানি কী করতে পার তাই ভাবো—যা দিয়ে যা হবে।

দিগম্বর। হ্যাঁ প্রথম থেকেই একেবারে চাতকপাখির নাগাল হা-পিত্যেশে ওপরের দিকে চেয়ে থাকা, ওতে কোনো কাজ হবে না।

সখীচরণ। হ্যাঁ।

মানিক। না ও মিথ্যে। অনাহক—

দয়াল। আ২৬া এক কাজ করলে কেমন হয়।

ড উৎকর্ণ হয়ে ওঠে সকলে।

বিষয়ডা অবশ্য ভালো করে বিবেচনা করে দেখতে হবে সকলে মিলে।

ধবনি ওঠে—কী বিষয়, কী বলতে চাও তুমি' ইত্যাদি।

বলছি বলি সকলে মিলে গাঁতায় খাটলে কেমন হয়।

M#2\D:\EBG-4\Unit-47a Pm6.5

বরকত। গাঁতায় খাটলেঙ্গ

দয়াল। হ্যাঁ। ধর এই আমিনপুর গ্রামের কথাই বলি। কমপক্ষে চব্বিশ পঞ্চাশ ঘর গেরস্তের এখানে বাস। এখন কাজের সময় আমরা যে ঠিক এই পঞ্চাশ ষাট ঘর গেরস্তেরই সাহায্য পাব, এমন কথা বলিনে। কারণ অসুখ আছে, বিসুখ আছে, রোগ, শোক ইত্যাদি আরও পাঁচটা দৈব দুর্ঘটনা আছে, এ আছে। তবু এখন কথা হচ্ছে যে, এই পঞ্চাশ জনার অর্ধেক অতিকম পঁচিশ ঘর গেরস্তের সাহায্যও যদি আমরা পাই এবং প্রত্যেকের জমিতে আমরা যদি সকলে মিলে গাঁতায় খাটব বলে পিতিজ্ঞে করি, তা হলে আমার খুব বিশ্বেস যে, একদানা ফসলও কারো জমির নষ্ট হতে পারবে না। দশ হাতে অনায়াসে এ ফসল আমরা গোলায় তুলে ফেলতে পারব।

ডপ্রত্যেকেই প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে হাবভাবে আকারে ইন্দ্বিগতে কথাবার্তায় সমর্থন করে দ্য়াল মণ্ডলের যুক্তি।

দিগম্বর। জ্বমাথা নেড়েৰ হ্যাঁ তা হতে পারে।

সখীচরণ। না এ তো যথার্থ কথাই।

সুজন। তা মনে প্রাণে গাঁতায় খাটলে পরে ও একরকম করে ফসল—

গোলাম নবী। না এ লেজ্য কথা—

ফকির। ফসল না হয় তোলা গেল কিন্তু—

দয়াল। সেইটেই কি কম কথা হল বলে তুমি মনে কর মিঞা?

ফকির। না সে তো ঠিকই, তবে সমস্যা তো তোমার সেখানেই শেষ হল না। রক্ষে করবে কী করে তুমি এ ফসল। জমিদার আছে, মহাজন আছে, পাইকার আছে—

দয়াল। আসছে, পরে আসছে সে সব সমস্যার কথা।

সুজন। হ্যাঁ খাজনা সব বকেয়া পড়ে আছে জমিদারের ঘরে, তারপর মহাজনও পাবে থোবে অনেক কিছু। এখন ফসলটা উঠলেই পরেই তো সব চারদিক থেকে একেবারে শকুনের নাগাল উড়ে পড়বে'খন দ্যাও দ্যাও করে।

দয়াল। তা সে রুখতে হবে যে করেই হোক। এখন যারে নিয়ে খাজনা, সে তো আগে বাঁচবে না কী।

সুজন। তা সে কথা বোঝে কেঙ্গ

দয়াল। বোঝে কে, বোঝাতে হবে। গায়ে জল দে বসে থাকলে হয়।

বরকত। হ্যাঁ সে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করে চলতে হবে। এখন আগে থাকতেই মীমাংসা কর কী করে তুমি সব কিছুর?

দয়াল। এই। আসল কথা হল ফসল, সেটা যাতে নষ্ট না হয় তার তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে সবতার আগে।

সুজন। না সে কথা তো একশ বার।

দয়াল। তো তবেঙ্গ এক এক করে এসো।

দিগম্বর। না সে গাঁতায় খাটলে পরে—তা কী বল তোমরা সব? স্বীকার আছ তো খাটতে গাঁতায়? সাদা মনে বলবে কিন্তুক।

ডসকলে সমস্বরে 'নিছয় খাটব', 'খাটব গাঁতায়' ধবনি করে।

বরকত। হ্যাঁ ফসলটা তো আগে উঠে যাক ঘরে। তারপর মাঝপথে যে সব বাধাবিপত্তি আসবে, তা সে তুমি বলতে পার না এখুনি কী করব। তবে আমার মনে হয় যে একসন্দেগ মিলে মিশে চললে পরে—

দয়াল। ত্মসন্দেগ সন্দেগৰ মুশকিল আসানের পথ এট্টা খুঁজে পাওয়া যাবে আশা করা যায়।

দিগম্বর। আসল কথা হ২৬ এখন ফসল—ত্মআনড্রেৰ তা সে যা হোক ধান যদি এক বার তুলতে পারি সব, তো আমি আমার জমির অর্ধেক ফসল গেরামের দুঃখী গেরস্থ ভাইদের জন্যে দিয়ে দেব।

বুধে। ত্মবোকা গোছের একজন চাষীৰ আমি সব দিয়ে দেব। চার বিঘে জমির এট্টা ফসলও আমি নেব না।

দয়াল। ত্মহেসেৰ সব দিয়ে দিলে তুই কী খেয়ে বাঁচবি রে আহাম্মক। দুসঙ্গ

ডসকলে হেসে ওঠে।

ফকির। কার ফসল কেডা দেয়ঙ্গ—আরে জমি সে তো বেচে বসে আছে ও আগে থাকতেইহ্ল, তার ধান দেবে কী রকমঙ্গ ধান কি ওরঙ্গ তারপর—

গোলাম নবী। এডা লেজ্য কথা বলেছে।

বরকত। হ্যাঁ তা আছে এ সব সমস্যা। আ২৬া তা হলে এখন এই পর্যন্ত্রই থাকল, তারপর সগুেধ্যর পর আবার দয়াল মণ্ডলের ওখানে বসে—যেও কিন্তু তোমরা সব সময়মতো।

দয়াল। ত্মউঠে দাঁড়িয়েৰ হ্যাঁ সে সমস্যা এখনও আছে পরেও থাকবে, তবে বর্তমানে আমার কথা হ২৬ কী যে কাল সকালবেলা থেকেই ধান কাটা শুরু করে দিতে হবে আর কী। আর বিলম্ব করলে চলবে না।

ডসকলে গামছা ও দোলাই ঝেড়ে ঝুড়ে কাঁধের ওপর ফেলে উঠে দাঁড়ায়। তারপর আস্তে আস্তে দু-একজন করে ডানদিক ও বাঁদিক দিয়ে প্রস্থান করে।

দয়াল। ত্মউঠোনে নেমে বরকতের মেয়েকে লক্ষ্য করে সহাস্য মুখে এগিয়ে গিয়েৰ ওডা কেডা রে। কেডা ও য়্যাঁ।

নিরঞ্জন। ঞ্জহাসিমুখেৰ বরকত চাচার মেয়ে। বড্ডন৭ া।

দয়াল। তাই নাকিঙ্গ ঞ্জএগিয়ে গিয়েৰ হ্যাঁ রে, ল৭ া নাকি তোর খুব। ঞ্জবরকতের মেয়ের মাথায় হাত দিয়েৰ তা ল৭ া হবে না। আমার যে ওর সন্দেগ নিকে হয়েছে সেদিন, না রেঙ্গ

বরকতের মেয়ে। যাঙ্গ ঞ্জমুখ লুকোয় বরকতের কোলের মধ্যেৰ

দয়াল। আ২৬া দ্যাখ তো আমারে তোর পছন্দ্র হয় কি না, এই। আমারে বিয়ে করবি? ঞ্জমেয়েটো চট্ করে দয়াল মণ্ডলের দাড়ি মুঠো করে ধরে। উ-হু-হু-হু, ছেড়ে দে ছেড়ে দে। ঞ্জছাড়িয়ে নিয়ে। কী ডাকাতে বউ-রে বাবতা, কী ডাকাতে বউ।

ডসকলে হাসে, মেয়েটিও খিল খিল করে হাসে।

ডফকির, নিরঞ্জন ও সকন্যা বরকত বাদে সকলের প্রস্থান।

ফকির। হুঁঃ, গাঁতায় খাটলে।—গাঁতায় খাটলেই যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। গাঁতায় খাটলেঙ্গ—ধরো যে সমস্ত জমি কবালা হয়ে গেছে, কী করে সেইসব জমিতে গাঁতায় খেটেঙ্গ আর তারপর ধান বগুধকি রেখে দাদন খেয়েছে যারা, তাদের জমিতেই বা গাঁতায় খেটে কী হবে আমাদের। ধান তো যাবে জোতদার মহাজনের ঘরে—তারপর।

বরকত। আ-হা তা আছে সে সমস্যার কথা। এ তো আর কেউ অস্বীকার—

ফকির। তো তবে, ফলডা কী হবে এতে করে।

বরকত। তা বলি চেষ্টাডা' ত করতে হবে, না কী, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব সবঙ্গ

ফকির। ভালো, দ্যাখো—কর চেষ্টা।

ডফকিরের প্রস্থান।

বরকত। ফ'করেডা যেন একেবারে কী রকম ধারা মানুষঙ্গ

নিরঞ্জন। ঞ্জদাওয়ার ওপর বসে তামাক সাজতে সাজতেৰ তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন বরকত চাচা, বসহ্ন, উঠে বস।

বরকত। হ্যাঁ বসি, বসি। ঞ্জউঠে বসেৰ

নিরঞ্জন। ঞ্জকলকেয় ফুঁ দিতে দিতেৰ মানুষ, এ মানুষের হুঁ। কখনও কি ভাবতে পেয়েছি বরকত চাচা যে আবার ভিটেয় ফিরে আসব, আবার ঘর বাঁধব, নতুন করে আবার—

ডবরকতের দিকে চেয়ে থাকে।

বরকত। ঞ্জতামাক খেতে খেতেৰ এই তো ইতিহাস। উৎরোই আর চড়াই, চড়াই আর উৎরোই।

নিরঞ্জন। ঞ্জঘাড় নাড়েৰ ঠিক ঠিকঙ্গ—এক এক সময় মনে হয় বরকত চাচা, যে এ নৌকো বুঝি আর চললে না, থাকল আটকে পড়ে চোরাবালিতে ঐ মাঝ ডাঙায়। কিন্তু তারপরই দেখি যে না, আবার চলতে আরম্ভ করেছে নৌকো তর্ তর্ করে, টল টল করছে জল দরিয়ার। কোথায় চোরাবালিঙ্গ অদ্ভুত, অদ্ভুতঙ্গ

বরকত। সংসারের ধারাই তো এই। ‍জ্বদুজনে চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণৰ রাত হয়ে গেল নিরঞ্জন, আমি তা হলে উঠি এখন। জ্বউঠে পড়েৰ

নিরঞ্জন। আ২৬৷ যা২৬ তো তা হলে মণ্ডলের বাড়ি?

বরকত। হ্যাঁ, তুমিও যেয়ো যেন।

ড গমনোদ্যত।

নিরঞ্জন। জ্বপিছু পিছু এগিয়ে গিয়েৰ হ্যাঁ নিছয় যাব।

ড বরকতের প্রস্থান।

জ্বনিরঞ্জন ফিরে গিয়ে দাওয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে। নিরঞ্জনের বউ বিনোদিনী দাওয়ার ওপর কেরোসিনের একটা ডিবরি্ালিয়ে রেখে উঠোনের একধারে চুলো ধরিয়ে ভাত চড়িয়ে দেয় মাটির হাঁড়িতে। আবছা, অগুধকারে মেটে হাঁড়িটা পরিবেষ্টন করে আগুনের শিখা কেঁপে কেঁপে ওঠে। নিরঞ্জন শুয়ে পড়ে গান ধরে।ৰ

জ্বগানৰ

বড় ্ালা বিষম ্ালায়
পুড়ে পুড়ে হব সোনা,
সে কথা তো মিথ্যে হল
হলাম অনুপায়।
দুখের দাহন সুখের আসন
বিজ্ঞজনের হক্ কথা,
শুনে এলাম এই তথ্য।
চলতি পথের একতারায়।
হলাম নিরুপায়।।

ড গান শেষে কুঞ্জ রাধিকার প্রবেশ।

কুঞ্জ। জ্বক্লান্ত্র স্বরেৰ এও য্যানো আবার কার বাড়ি এসে উঠলাম। জ্বদীর্ঘশ্বাসৰ হায় ভগবানঙ্গ

রাধিকা। জ্বক্ষীণ কণ্ঠেৰ আর ঠাও রই করা যায় না অগুধকারে।

নিরঞ্জন। জ্বধড়মড়িয়ে উঠে বসেৰ কেডা ও।—আরে কথা বলে কেডা ওখানেঙ্গ

কুঞ্জ। জ্বথতমত খেয়েৰ এই—এই আমরা?

নিরঞ্জন। জ্বউঠে দাঁড়ায়ৰ আমরাঙ্গ আমরা, কেডা তোমরাঙ্গ বলতে পারঙ্গ

কুঞ্জ। আমরা—আ২৬৷ এখানে প্রধান সমাদ্দারের বাড়ি কোথায়?

নিরঞ্জন। প্রধান সমাদ্দার—জ্বদুই তিন পা এগিয়ে বিস্মিতের ভন্দিগতেৰ হ্যাঁ প্রধান সমাদ্দার, কিন্তু তাই কী, কেডা তোমরাঙ্গ

কুঞ্জ। আমরাঙ্গ জ্বরাধিকার দিকে তাকিয়েৰ নিরঞ্জন, নিরঞ্জনের মতন—

নিরঞ্জন। কথা বলে না। আলোটা নিয়ে আয় দিনি বউ।

ডবিনোদিনী কেরোসিনের ডিবরিটা হাতে করে এগিয়ে আসে। লাল আলোতে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে বিস্মিতের ভন্দিগতে চেয়ে থাকে এক মুহূর্ত।

দাদা দাদা তুমিঙ্গ

ডবিনোদিনী রাধিকাকে বাহুবেষ্টনে আঁকড়ে ধরে।

কুঞ্জ। জ্বভাঙা গলায়ৰ সেই নিরঞ্জন বউ আমাদের। সেই নিরঞ্জন। জ্বহঠাৎ ত্রস্তেৰ দেখি দেখি, তো দেখি, তো সেই যে আমি তোরে মেরেছিলাম মাথায় দেখি তো—জ্বনিরঞ্জনের কপালে হাত বুলিয়েৰ এখন আর ব্যথা নেই, নাঙ্গ

নিরঞ্জন। জ্বঅভিভূত হয়েৰ না।

ডউভয়ে আলিন্দ্বগন করে।

কুঞ্জ। আমাদের নিরঞ্জন বউ।

কুঞ্জ নিরঞ্জনের মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নেয়।

জ্বপটক্ষেপৰ

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুঞ্জর গৃহপ্রান্দ্বগণ। সদ্য কাটা ফসলে ভরে গিয়েছে উঠোনটা। উঠোনের একধারে নিরঞ্জন মাথায় গামছার একটা ফেটা বেঁধে ধোপার পাটের মত উঁচু একটা বাঁশের ফ্রেমের ওপর ধান ঝাড়ছে, আর তার নিচে বহু ধান জমে আছে দেখা যা২৬। রাধিকাকে ধামা ভরতি করে সেই ধান সংগ্রহ করতে দেখা যা২৬। উঠোনের বাঁদিকে একটা নতুন ধানের মরাইয়ের সামনের দিকটা দেখা যা২৬। মাথায় গামছার ফেটা বাঁধা একটা লোক সদ্য কাটা ফসলের বোঝা থেকে আঁটি আঁটি ধান নিরঞ্জনের হাতের কাছে জোগান দিয়ে চলেছে। নিরঞ্জনের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আর একজন লোক ধান ঝাড়ছে। আর বিনোদিনী কূলো করে ধান উড়ো২৬। কুঞ্জ হুঁকো হাতে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে সব খবরদারি করে বেড়া২৬। উচ্চল দিবালোকে কর্মব্যস্ত মানুষগুলোকে এতদিনে বেশ জীবন্ত্র মনে হ২৬ দূর থেকে। অর্ধেক ধামা ধান ভরতি করে রাধিকার দিকে চেয়ে কি একটা রসিকতা করে বিনোদিনী হাসতে হাসতে ধানের ওপর প্রায় লুটোপুটি খা২৬। রাধিকা দু'হাত কূলো ভরতি ধান মাথার ওপর তুলে ধরে হাসছে মুখ টিপে আর ধান ওড়া২৬। নিরঞ্জন কয়েক আঁটি ধান উপর্যুপরি কয়েক বার ফ্রেমের উপর আছড়ে বাঁদিকের খড়ের গাদায় ফেলে দিয়ে হাঁপাতে থাকে। আর হাত দিয়ে কপালের ধান মুছে ফেলে হঠাৎ বিনোদিনীর দিকে নজর করে।

নিরঞ্জন। জ্বহাস্যময়ী বিনোদিনীর প্রতিৰ দ্যাখো দ্যাখো দ্যাখো দ্যাখো কাণ্ড দ্যাখোঙ্গ ওমা, দ্যাখো গলে পড়লঙ্গ খুব ধান তুলছিস যাহোকঙ্গ এই রকম কাজ করলেই হয়েছে আর কীঙ্গ

বিনোদিনীর হাসি আরও বেড়ে যায়। হাসতে হাসতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ধানের ওপর

ওমা, দে-দেখছ কাণ্ডঙ্গ জ্বকৃত্রিম রোষেৰ বউদি, তুমি বলছ না কিছু ওরে, আ গেল যা। কথা শুনে হাসতে হাসতে রাধিকার হাত থেকেও যেন কুলো পড়ে যাবার উপক্রম হয় হয়।

ওমা, তোমরা সকলেই তা হলে। কী হয়েছে কী বলদিনি তোমাদের সব?

বিনোদিনী। জ্বহাসি সামলেৰ হাতির পা দেখিছি। জ্বহাসতে থাকেৰ

ড রাধিকাও হাসে।

নিরঞ্জন। জ্বকয়েক আঁটি নতুন ফসল নিয়েৰ সেই রকমই মনে হ২৬ বটে।

ড ধান ঝাড়তে থাকে।

রাধিকা। জ্বহাসি থামিয়ে এক কুলো ধান তুলে বিনোদিনীর প্রতিৰ নে, কাজ কর কাজ কর। বেশি হাসি ভালো না। জ্বহেসে নিরঞ্জনের দিকে ইন্দ্বিগত করেৰ যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামসন্না, জানলিঙ্গ

নিরঞ্জন। জ্ব রাধিকার প্রতিৰ ঐ যে আসছে রামসন্না, দেখাবে'খন হাসি। জ্ব রাধিকা কাজে মন দেয়। বিনোদিনী মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে ধান তুলতে থাকে। হাসো, এইবার হাসোঙ্গ

ড ধান তুলতে থাকে।

কুঞ্জ। জ্ব রাধিকার দিকে এগিয়েৰ কী, এগারো কাঠার মতো হয়েছেঙ্গ তো তুলে দাও। জ্বপ্রসন্ন হেসেৰ আমার ধানডাই আগে পড়ুক।

রাধিকা। এগারো কাঠা কেন, দশ কাঠা বল।

নিরঞ্জন। দশ কাঠাই তো। তাই ঠিক হল না মণ্ডলদার বাড়ি বসে।

কুঞ্জ। দশ কাঠা। আ২৬া তো আর এক কাঠা নয় আমি বেশিই দিলাম নিজের থেকে। এগারো কাঠা দাও। বেরিয়ে গেল যখন একবার মুখ থেকে—

নিরঞ্জন। জ্বপ্রসন্ন মুখেৰ তা সে বোঝো তুমি। মন চায় দ্যাও। ধর্মগোলায়ই তো যাবে, দ্যাও।

ড দয়ালের প্রবেশ।

দয়াল। কী ধর্মগোলায় যাবে?

ড রাধিকা ও বিনোদিনী ঘোমটা টেনে দেয়।

কুঞ্জ। এই যে, মণ্ডল এয়েছে।—না এই ধানের কথা হ২৬। বলছি বলি দাও তা হলে আমার ভাগডাই আগে দেই ধর্মগোলায়।

দয়াল। জ্বহেসে টাকে হাতে বুলিয়েৰ ভালো ভালো। তা উঠে গেছে তো সব ধান।

কুঞ্জ। হ্যাঁ তা প্রায় গেছে।

দয়াল। যাক্ জ্ব রাধিকার প্রতি হেসেৰ এইবার একদিন নতুন চালের পিঠে খাইয়ে দিও যেন বউমা।

কুঞ্জ। ত্মহেসেৰ তা সে তো খাওয়াতেই হবে। নবান্ন আসছে।

নিরঞ্জন। আ২৬া মণ্ডলদা, এবার নবান্ন উৎসব হবে নাঙ্গ

দয়াল। নবান্নের উৎসব, হ্যাঁ, কেন হবে নাঙ্গ নিছয় হবে।

নিরঞ্জন। ত্মহেসেৰ প্রতি বছর যে রকম হয় এবারও একেবারে সেই রকম ধূমধাম করে। লাঠা-টাঠি খেলা হবে।

দয়াল। হ্যাঁ।—আ২৬া এবার আমি তোর সন্দেগ লড়ব, তৈরি হয়ে থাকিস।

নিরঞ্জন। ত্মহেসেৰ আমার সন্দেগ, আ২৬াঙ্গ আ২৬াঙ্গ

দয়াল। ত্মস্মিত মুখেৰ হাতলাঠি কিম্ভুক।

নিরঞ্জন। আ২৬া তাই।

দয়াল। হ্যাঁহ্লু, আর যদি না পারিস?

নিরঞ্জন। ত্মউৎফুল্মভাবেৰ না পারি তো এক সের জিলিপি।

দয়াল। ত্মকুঞ্জ ও আর সকলের প্রতিৰ শুনলে কিম্ভু তোমরা সব। এক সের জিলিপি খাওয়াবে নিরঞ্জন আমারে হেরে গেলে পরে। ত্মনিরঞ্জনের প্রতিৰ আবার দেখিস।

ড গমনোদ্যত।

নিরঞ্জন। ত্মহেসেৰ হ্যাঁ সে আমি দেখিছি, দেব এক সের তা কী হয়েছে।

ড দয়াল
গমনোদ্যত।

কুঞ্জ। মণ্ডলদা চললে নাকি?

দয়াল। হ্যাঁ মাঠের থেকে ঘুরে যাই একবার।... আজ তো বরকতের পালা, নাকি?

কুঞ্জ। হ্যাঁ, আ২৬া তো এগোও তুমি আমি যাি২৬।

ড দয়ালের প্রস্টথান।

নিরঞ্জন। ত্মগদগদ হেসেৰ উ-উ-উঃ, মণ্ডলদা যে সে একেবারে—

রাধিকা। ত্মঘোমটা খুলেৰ বুড়ো হলেও মণ্ডলদার তো এখন বেশ শখ আছে দেখি।

বিনোদিনী। ত্মহেসেৰ মণ্ডলদা কিম্ভু বেশ ভালো লাঠি খেলা জানে, হ্যাঁ। কথা তো দিলে, শেষ কালে দশজনের সামনে বুড়োর কাছে আবার অপদস্টথ না হও। তা হলে আর—

নিরঞ্জন। ওগো হ্যাঁ, রাখদিনি তুমিঙ্গ কত মাতবত্তর মণ্ডল দেখে এলামঙ্গ

রাধিকা। ত্মঠাট্টার সুরে হেসেৰ ও এক সের জিলিপি তোমার গেছে যাই বলঙ্গ

কুঞ্জ। ন্যাও কী হল, হয়নি এগারো কাঠার মতো এখনওঙ্গ না, হাসবে আর শুদ্ধু মস্করা করবে তার কাজ হবে কী করেঙ্গ

রাধিকা। ঃকৃত্রিম রোষের ওমা, তা তুলবে তো তোলো না ধান ধর্মগোলায়, আমি কি বারণ করছি। আ গেল যাঙ্গ একে বারে খেয়ে ফেললে কানের মাথা এগারো কাঠা এগারো কাঠা করে।

নিরঞ্জন। তা হয়ে তো গেছে, এইবার তুলে ফ্যালো না।

রাধিকা। ভর লো বিনো ধান কাঠায়।

কুঞ্জ। ধর্মগোলায় ধান দিবি কালো মুখ করে যেন দিসনি বউ। স্মরণ করে দ্যাখ, এই ধান—

রাধিকা। ওমা, কালো মুখ করব ক্যানো। ধর্মগোলায় ধান উঠবে তার আবার—ন্যাও ধরো।

ঃকূলো নামিয়ে রেখে রাধিকা বিনোদিনীর কাছ থেকে ধামা ভরতি করে ধান নিয়ে কুঞ্জর হাতে দেয় তার কুঞ্জ গোলার বগুধ পথে ধান চালতে থাকে। নিরঞ্জন যেমন তেমনই ধান ঝাড়তে থাকে। বিনোদিনী আর একটা ধামার ধান ভরতি করতে থাকে।ৰ

কুঞ্জ। ঃগোলায় ধান ঢালতে ঢালতেৰ কার ধান—আর কে দেয়ঙ্গ এই জমি বিক্রি করা নিয়েই বা কত, হুঁঃঙ্গ সংসার, সংসার—আসবার সময় দেখাডা পর্যন্ত্র হল না। কোথায় যে গেলঙ্গ হয়তো মরেই গেছে য়্যাদ্দিন—যাগ্‌গে আমার কাজ আমি করে যাই।

রাধিকা। ঃদ্বিতীয় ধামা ভরতি ধান নিয়েৰ কই গো ধর।

কুঞ্জ। ও, এই যে, ন্যাও এই—

ডখালি ধামাটা কুঞ্জর হাত থেকে রাধিকা বিনোদিনীর হাতে দিল।

রাধিকা। নে লো।

ডগায়ে ঢিলে আলখাঃা পরা জনৈক ফকিরের প্রবেশ। হাতের সাদা চামর দুলিয়ে গাইতে লাগল।

পেছনে দুজন ফকিরের দোহার, ধুয়া ধরে চলে—'আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম'।

ফকির। ঃডাক ছেড়ে বিড় বিড় করে কী সব বলতে লাগলৰ ও-ো-ো ঃবিড় বিড় করতে লাগলৰ

আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম মিথ্যা সে বয়ান।
হিচ্ছু মুসলিম যতেক চাষী দোস্তালি পাতান।।
এ ছাড়া আর উপায় নাই সার বুঝ সবে।
আজও যদি শিক্ষা না হয় শিক্ষা হবে কবে।।
ঃএখনৰ বুঝে শুনে যেবা জন পৃথক হয়ে রয়।
ছয় মাসের মধ্যে তার এস্ত্রেকাল ফরমায়।।
খলিলপুরের জবত্ব মিঞার দুঃখের কথা জানো।
প্রতিবেশী পতিত পাবন বৈরী যে কারণ।।
কালাস্ত্র আকালে এমন কত চাষী ভাই।
অকালে যে প্রাণ হারাইল লেখা জোখা নাই।।
গরু বাছুর মরল কত হিসাব কে তার রাখে।

নারী শিশু প্রাণ হারাইল কত লাখে লাখে।।
ঘরের বউ বাউরা হইয়া উধাও হইয়া যায়।
এ নহে জঘন্য বৃত্তি জীবনের দায়।।
বালবা২চা কচি শিশু দুধ না পাইয়া মরে।
জননী প্রেতিনী হইল বুকে রশু ঝরে।।
কোমরে কাপড় নাই বস্ত্র অনটন।
গৃহস্টথের হইল দায় ল৭ া নিবারণ।।
কলসকাঠির এরশাদের বউ বললে কেঁদে ডেকে।
কবর খুঁড়ে কাপড় নিয়ে তবে ল৭ া ঢাকে
বাঁচিয়া মরিয়া আছে গৃহস্টথ স৭ ন।
ঘরে ঘরে অপমৃত্যু কারণ অনশন।।
মাঠে ঝরে পাকা ধান আর চোখে পানি।
শশু করে ধরো হাল হালে পাবে পানি।।
এ জীবনের প্রহসনে কী বা বল ফল।
বাঁচিবারে যদি চাও মনে আনো বল।।
আমন ফসল শুভ-লক্ষণ প্রতি ঘরে ঘরে।
গাঁতায় খাটিয়া তোলো মিলি পরস্পরে।।
ক্ষুদ্র বুদ্ধি স্বার্থ সিদ্ধি গৃহস্টথের নয়।
ছোট মুখে বড় কথার এই মর্ম হয়।।

পূর্ণ ধুয়া— আপনি বাঁচলে তো...দোস্তালি পাতান।।

ফকির। মা...গায়েন ফকিরকে মুশকিল হইতে আসান করবেন।

রাধিকা ছোট একটা বেতের সাজিতে ভরে ফকিরের ঝুলিতে ধান ঢেলে দেয়।

জ্বপটক্ষেপৰ

তৃতীয় দৃশ্য

মরা গন্দগার ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্ত র। সুদূর দিগন্ত্রে র পছিমাকাশে অস্তমিত সূর্যের রশ্মি মাভা। সূর্য ডোবে ডোবে। গোধুলি আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেছে চরাচর। আজ নবান্ন-উৎসব। গ্রামের আবাল বৃদ্ধবনিতা তাই ভিড় করছে এই মরা গাঙের ধারে। স্বাস্টথ্যহীন শরীরগুলোতে আজও বিগত আকালের কলন্দকছাপ সুস্পষ্ট। তবু আজ এই স্বর্ণসগুধ্যায়, এই মরা গাঙের ধারে চলেছে নবান্নের উৎসব। অফুরন্ত্র প্রাণস্ফূর্তিতে মেতে উঠেছে সব কৃষান-কৃষানীরা। চতুর্থ অন্দেকর প্রথম দৃশ্যে যে সমস্ত চরিত্রগুলো সভায় যোগদান করেছিল বিভিন্ন বেশে এই উৎসবে আজ তারা সকলেই সমুপস্টিথত। সকলেই গৃহস্টথ চাষী। বেশির ভাগ লোকেরই খালি গা, সন্দেগ একখানা গামছা—মাথায়, কোমরে বা কাঁধে।

M#2\D:\EBG-4\Unit-47a Pm6.5

নেপথ্য থেকে মাঝে মাঝে গরুর ডাক শোনা যাচ্ছে। আর থেকে থেকে গরুর গলার ঘন্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঢোলের শব্দ দু'চারবার পাওয়া যাচ্ছে প্রথম দিকেই।

পর্দা সরে যেতেই দেখা যাচ্ছে স্টেজের একদম পেছন দিকে Shadow play দেখবার জন্যে চার ফুট উঁচু একটা প্রাচীরের সামনে চাষী মেয়েরা সব দলে দলে পা ছড়িয়ে ব'সে গান করছে আর পান খাচ্ছে। কপালগুলো তাদের সব তৈলাধিক্যে চকচক করছে। কলহাস্যে মুখর পরিবেশ।

আর সামনে খালি গায়ে চাষীরা লড়ায়ে মোরগ কোলে করে বসে আছে। মোরগদের পায়ে সুতো বাঁধা, মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটে শব্দ করে উঠছে। চাষী রমণীদের গান শেষ হতেই মোরগের লড়াই শুরু হল। ভিড় করে দাঁড়াল সব দর্শকরা। জোড়ায় জোড়ায় লড়াই। যে বাজী জিতল তাকে নতুন একখানা গামছা আর একখানা কাস্তে দিয়ে সম্মানিত করা হল।

মোরগের লড়াই শেষ হতেই চাষীদের একটা গান শুরু হল, আর সেই গান ছাপিয়ে নেপথ্যে উঠল ধাবমান গরুর ক্ষুরের শব্দ—গরু-দৌড় হচ্ছে। এই দৃশ্যটি Shadow play করে দেখাতে হবে। পিচবোর্ডের গরু বা বড়ো পুতুলের সাহায্যেও এটা দেখানো যেতে পারে। এই সময় গরুর গলার ঘন্টাগুলো সব একসঙ্গে জোরে ঝমঝম করে বাজতে থাকবে আর নেপথ্যে হুড় হুড় দুড় দুড় শব্দ হবে। অনুসন্ধান করে যার গরু বাজি জিতবে জানা যাবে তাকে একখানা নতুন কাপড়, একখানা গামছা আর একখানা নতুন লাঙল উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হবে।

গরু দৌড় শেষ হতে সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হল তুমুল ঢোল আর কাঁসর বাজনা। এইবার লাঠিখেলা। ঢোলের সঙ্গে তাল রেখে বেতের ঢাল আর হাতলাঠি নিয়ে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ শুরু হল নৃত্যচ্ছন্দে। দু-একটা লড়াই হয়ে যাবার পর তৃতীয় রাউণ্ডের জোর একটা লড়াই-এর শুরুতে প্রধান এসে হাজির হল।

[কৃষক রমণীদের গান]

নিসলো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাঁসুলি
ডুরে শাড়ি পাছাপাড় আর হার সাতনলি।
ক'নে দেখা আলো মেখে আসবে বঁধু আল বেয়ে
দেখে হেসে সরে যাবি কথা না কয়ে।।

চারজন চারজন আটজন লোক ঝুঁটিওয়ালা আটটা মোরগ কোলে করে বসে আছে। প্রত্যেকটি মোরগের পায়ের সঙ্গে সুতো বেঁধে বাঁহাতের তর্জনীর সঙ্গে পেঁচিয়ে বাধা আছে, উড়লেও উড়ে যেতে পারবে না। সকলেই যে যার মোরগের তারিফ করছে মাথায় হাত বুলিয়ে। গান শেষ হতেই কথাবার্তা শুরু হল।

১ম সারির ১ম ব্যক্তি। [মোরগ উড়ে যাবার চেষ্টা করতেই ধরে] আরে র-র-বেটা-র। বাজি জিতবে বলে একেবারে তর সইছে না, য়্যাঁ?

২য় সারির ৪র্থ ব্যক্তি। [মোরগ ডানা ঝাপটাতেই] বাপুরে, বাপুরে বাপুরে তেজ। মেজাজ চড়ে গেছে বাবুর কথাবার্তা শুনে। দ্যাখো না, একেবারে ডগমগ করছে চোখ? লড়বা, লড়বা, সবুর।

M#2\D:\EBG-4\Unit-47a Pm6.5

২য় সারির ৩য় ব্যক্তি । জ্মোরগ কোলে করেৰ আর অগরারে ধরতেই পারলাম না কিছুতে। এই খপ করে ধরতে যাব কি সন্দেগ সন্দেগ উড়ে গিয়ে বেরুল বাদাড়েঙ্গ জ্মোরগকে লক্ষ করেৰ সামনে পেলাম, ধরে নিয়ে এলাম এডারেইঙ্গ এট্টু কমজোরি, তা হলেও কায়দা জানা আছে। প্যাঁচ মারা তো দ্যাখনি এরঙ্গ হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, অগরা পর্যন্ত্র কাছে ঘেঁসতে সাহস করে না এরঙ্গ

২য় সারির ১ম ব্যক্তি । জ্ম১ম সারির ২য় ব্যক্তি র প্রতিৰ তা ও বা২চাডারে ধরে এনেছ কেন মিঞা? সব ডাঁটো ডাঁটো মোরগ এক বাজির তালও সামলাতে পারবে না ঐ বা২চা।

১ম সারির ২য় ব্যক্তি । জ্মএকটু মুখ টিপে হেসে হেসেৰ কোন বা২চাঙ্গ

২য় সারির ১ম ব্যক্তি । তোমার কোলের মোরগের কথা বলছি। বলছি বলি আনলে যখন তখন ভালো দেখে একটা খাসি আনলেই পারতেঙ্গ

১ম সারির ২য় ব্যক্তি । জ্মএকটু উপেক্ষার হাসি হেসেৰ বলতে পারঙ্গ

১ম সারির ৩য় ব্যক্তি । জ্ম২য় সারির ১ম ব্যক্তি র প্রতিৰ বলি খুব তো লম্বাই চওড়াই বাত বলছ। ও মোরগ কোথাকার জানো?

২য় সারির ১ম ব্যক্তি । জ্মথতমত খেয়েৰ কোথাকারঙ্গ

১ম সারির ২য় ব্যক্তি । জ্ম১ম সারির ৩য় ব্যক্তি র প্রতিৰ আরে চুপ করে যাওহু, কান আছে শুনে যাই।

১ম সারির ৩য় ব্যক্তি । হুঃ চ'রে মোরগ। ওর জাতই ঐ, দেখতে ছোটো। কিন্তু একে বারে বি২ভু।

১ম সারির ২য় ব্যক্তি । কত বড়ো বড়ো পালা খাসি বলে তিন ঝাপ্পড়ে লটকে ফেলে ভুঁই-এঙ্গ বিষটা তো জানো না এরহু, তাই বা২চা বলছ।

১ম সারির ২য় ব্যক্তি । জ্ম১ম সারির ২য় ব্যক্তি র মোরগের ঠোঁটে হাত দিয়েৰ ঠোঁটটাই দ্যাখো না, শশু যেন একে বারে ল্য। ব্যাটা ঠোক রায় তো না যেন ছুরি চালায়।

ডহাতের টিপ খেয়ে মোরগটা ডেকে উঠল৲

২য় সারির ১ম ব্যক্তি । জ্মহতাশ হয়েৰ আমার পালা খাসি।

১ম সারির ২য় ব্যক্তি । ও দেখেই বুঝিছি, আবার বলবা কী। ভাত খেগো তোঙ্গ

২য় সারির ১ম ব্যক্তি । হ্যাঁ।

ড১ম সারির ২য় ব্যক্তি অশ্রদ্ধার ঘাড় বেঁকিয়ে বসল। দয়ালের প্রবেশ৲

দয়াল। কী বসে আছ যে তোমরা সব মোরগ কোলে করে। এইবার শুরু করে দাও।

১ম সারির ১ম ব্যক্তি । হ্যাঁ তো জজেরা এলেই এবার আরম্ভ হতে পারে লড়াই।

দয়াল। জজেরা, তা এসে গেছে তো সব জজেরা। জ্মহাঁক দেয়ৰ বলি ও কুঞ্জ, আর বরকত মিঞারে সন্দেগ নিয়ে এদিকে এসো। মোরগের লড়াইডা হয়ে যাক। জ্মপ্রতিযোগীদের

প্রতিৰ তো ন্যাও শুৰু কৰে দাও এইবার। জ্বমোরগগুলো দেখেৰ জবর জবর মোরগ এয়েছে তো দেখে এবার।

জ্বপ্রথম ও দ্বিতীয় সারির পিছনে জজেরা ও জনতা ভিড় করে দাঁড়ায়। মাঝখানে জোড়ায় জোড়ায় লড়াই শুরু হয়। দর্শকেরা লড়াইয়ে রত মোরগদের তারিফ করে—বারে বেটা, আহা, হা, মার প্যাঁচ ঝাপটা মার মার ঝাপটা, বেশ, বেশ ইত্যাদি।

নেপথ্যে ঘুঙুরের বোল সহ মেয়েদের গান আবার শোনা যায়। মিনিট দুই তিনেক সময়ের মধ্যেই মোরগের লড়াই শেষ হয়। দ্বিতীয় সারির চতুর্থ ব্যক্তির মোরগ বাজি জেতে। তখন তাকে সবাই মিলে উঁচু করে তুলে ধরা হয় সর্বজন সমক্ষেৰ

কুঞ্জ। জ্বসহাস্য মুখে ঘোষণা করেৰ ফেকু মিঞা, মোরগের লড়াইয়ে বাজি জেতার জন্যে ফেকু মিঞারে উপহার দেওয়া হল—এই একখানা গামছা আর একখান কাস্তে। ফেকু মিঞা হাসি মুখে দু'হাত পেতে উপহার নিল। সকলে তখন আবার তুমুল হর্ষধবনি করে ফেকু মিঞাকে সর্বজন সমক্ষে উঁচু করে ধরল।

ফেকু মিঞা। জ্বসহাস্য মুখেৰ আরে দ্যাখো কী করে, পড়ে যাব পড়ে যাব।

সকলের গান

জ্বআহাৰ ফেকু মিঞার মোরগ জিতেছে।
দেমাকে মিঞার দাড়ি ফুলে উঠেছে।
জ্বআহাৰ ফেকু মিঞার মোরগ জিতেছে।

দুই চার ফেরতা গাওয়ার পর সামনের জনতা পাতলা হয়ে যায়। ত্রস্ত গতিতে সব পেছন দিকে ছুটে চলে। এই সময় নেপথ্যে ধাবমান গরুর ক্ষুরের শব্দ উঠবে আর সন্দেগ সন্দেগ রিনটিন টুং টাং ঝমা ঝম্ ঝম্ ঘন্টার আওয়াজ হতে থাকবে। Shadow play-র সাহায্যে দু'চারটে গোরু বৃহদাকারে দেখানো যেতে পারে একদম পেছনের সাদা পর্দায়। পর্দার গায় ছায়াছবিতে গোটা দুয়েক গোরুর ঊধর্ব পু২৬ দেখিয়েও গতিবেগটা বোঝানো যেতে পারে। নেপথ্যে এই সময় চলতে থাকবে অবিরাম দ্রুত হুড় হুড় হুড় হুড় আওয়াজ। হট্টগোলের মাঝখানে দু এক বার হাম্বা রবও শোনা যা২৬। কিছুক্ষণ পরে একজন চাষীকে কাঁধে করে জনতা হর্ষধবনি করতে করতে ঢুকল।

নেপথ্যে থেকে শোনা যায়, আরে গোরু জিতল কার? মঞ্চের উপর ভিড়ের ভেতর থেকেই উত্তর হল, রহমৎউজ্বার। রহমৎউজ্বাকে ঘাড়ে করে চাষীরা নাচছে।

কুঞ্জ। জ্বগণ্ডগোলের ফাঁকে ফাঁকে জোর গলায় ঘোষণা করেৰ প্রতি বছর, প্রতি বছর যে রকম গোরু আসে এমন দিনে, এবার তেমন মোটেই আসেনি। কারণ বলদ যা ছিল, প্রায়ই সব মরে গেছে, আর যে-গুলো এখনও টিঁকে আছে ঝড়-ঝাপটার পর, সে-গুলিও খুব কাহিল। প্রথমত গোরু-দৌড় এবার বণ্ডধই রাখা হবে বলে সাবস্ত্য হইছিল। তারপর অবশ্য

মণ্ডলের কথায়, গোরু দৌড় হবে ঠিক হল। মণ্ডল বলিছিল, গোরুই আমাদের এ উৎসবের প্রাণ সুতরাং কাহিল হোক আর যাই হোক গোরু দৌড় এবারেও হবে। বলদগুলোর শরীরে তাকত নেই, তাই গোরু-দৌড় এবার তেমন জুত্সই হল না। তা সে যা হোক, আসেনি কারও তেমন জুতসই বলদের সংখ্যা এবারে একেবারে কম হয়নি। আর যে দৌড় হল, তাতে করে রহমৎউল্লার গোরু বাজি জিতেছে। তাই উপহার হিসেবে রহমৎ ভাইকে এবার একখানা নতুন কাপড় আর একখানা লাঙল দেওয়া হবে। লাঙলখানা দিয়েছেন আমাদের দয়াল মণ্ডল।

জ্বজনতা রহমৎউল্লাকে তুমুল হর্ষধবনি করে আবার এক বার সর্বজন সমক্ষে উঁচু করে ধরে নামিয়ে দেয়। রহমৎউল্লাকে পেছন দিক থেকে ঠেলে সামনে এগিয়ে দেওয়া হল। দয়াল মণ্ডল সহাস্য মুখে রহমৎউল্লার হাতে একখানা নতুন কাপড় ও একখানা লাঙল তুলে দেয়।ৰ

দয়াল। আসছে বারে ভালো বলদ আনা চাই।

ড রহমৎ গদগদ হয়ে হাসে আর জনতা তুমুল হর্ষধবনি করতে থাকে।

কুঞ্জ। জোরসে হাল চালাবা এবার আর কীঙ্গ

সন্দেগ সন্দেগ নেপথ্যে শুরু হয় তুমুল ঢোল কাঁসির আওয়াজ। ছজ্ঞ যেন দুলে দুলে উঠছে থেকে থেকে। এবার লাঠিখেলা। বাজিয়েরা মঞ্চের উপর নেচে নেচে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। জনতা লাল কৌপিনপরা দুজন লাঠিয়ালকে পরিবেষ্টন করে দাঁড়াল। লাঠিয়ালদের বাঁহাতে বেতের ঢাল, আর ডানহাতে হাতলাঠি জ্বনড়িৰ। বাজনার তালে তালে পা ফেলে লাঠি খেলতে লাগল। প্রথম রাউণ্ড শেষ হতেই ঢোলের আওয়াজ সাময়িকভাবে তিনবার দুনে বেজে বণ্ডধ হতে না হতেই দ্বিতীয় রাউণ্ডের দুজন লেঠেলের মজ্বাভূমে প্রবেশের সন্দেগ সন্দেগ আবার বেজে উঠল দুনে নৃত্যছজ্রে। এবারকার লেঠেলরা খুব কায়দা করে খেলা দেখাল। দ্বিতীয় রাউণ্ডের বিরতির পর বৃদ্ধ দুইজন লাঠিয়ালের খেলা শুরু হল। প্রথম দিকে টিমে তালে খেলা শুরু হবার একটু পরেই দেখা গেল দূরে ঢোলের ছজ্ঞ পায়ে তুলে প্রধান আসছে নাচতে নাচতে। নেপথ্যে মেঘের গুরু গুরু ধবনি।

১ম দর্শক। উত্তরে মেঘ হয়েছে, এট্টু তাড়াতাড়ি নাও।

কেউ শুনল না। বাজনার তালে তালে পুর্ণোদ্যমে শুরু হল লাঠিখেলা। দুলে উঠতে লাগল ঢোলের বাজনা আর কাঁসির শব্দ থেকে থেকে। হঠাৎ লাঠিখেলার মাঝখানে দু চারজন দর্শকের দৃষ্টি গিয়েপড়ল প্রধানের ওপর। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে তাকাতে লাগল তারা প্রধানের দিকে—যেন কিছুতেই চিনে উঠতে পারছে না লোকটাকে। প্রধান গাঁই-গুঁই শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসতে থাকে। হঠাৎ জনৈক দর্শক চেঁচিয়ে ফেটে পড়ে। গুরু গুরু মেঘের ধবনি।

২য় দর্শক। জ্বখুব জোরে চেঁচিয়ে ফেটে পড়েৰ মোড়ল, মোড়ল এয়েছেঙ্গ মোড়লঙ্গ

জ্বআবর্জনার কাঁড়ি বগলে নিয়ে প্রধান এগিয়ে আসে মাথা নাড়তে নাড়তে আর হাসে।

সকলের দৃষ্টি প্রধানের ওপর গিয়ে নিবদ্ধ হয়। জনতা এক পাশে সরে দাঁড়ায়। ঢোল থেমে যায়।ৰ

প্রধান। আমি এইছি, এসে পড়েছি আমি।

জ্বজনতার মাঝখানে বীর লাঠিয়ালের বেশে লাল কৌপিন পরে দাঁড়িয়ে আছে দয়াল। চোখ মুখ উদ্ভাসিত হয়ে গেছে তার অপূর্ব এক আনন্দে। কিন্তু কথা বলতে পারছে না। কুঞ্জ, নিরঞ্জনও নির্বাক হয়ে গেছে।ৰ

আমি এসে পড়েছি। এসে পড়েছি আমি।

কালো একখানা মেঘ উঠে আসে ধীরে ধীরে উৎসবের মাথার উপর।

দয়াল। জ্বিশ্বাস যেন হয় না, তাই নিম্ন স্বরেৰ প্রধান, প্রধান এলেঙ্গ প্রধানঙ্গ

কুঞ্জ। জ্বচিৎকার করে ফেটে পড়ে জড়িয়ে ধরে প্রধানকে ৰ জেঠাঙ্গ জেঠাঙ্গ জেঠাঙ্গ

প্রধান। জ্বস্মরণে আসে কি আসে না তাই দ্বিধাৰ য়্যাঁ, য়্যাঁ, কুঞ্জ আমার কুঞ্জঙ্গ

ডকুঞ্জর মুখটা দু-হাতে ধরে দেখতে লাগলঙ্গ.

কুঞ্জ, কুঞ্জঙ্গ জ্বগরু গরু মেঘের ধবনিৰ

দয়াল। জ্বএগিয়ে এসেৰ প্রধান চিনতে পারো এই বুড়োরে য়্যাঁ, চিনতে পারোঙ্গ

জ্বএক গাল দাড়ি মাথার চুলের জট থেকে মুখের ওপর এসে পড়েছে প্রধানেরঙ্গ সেই বিকৃতদর্শন মুখখানার ওপর যেন হঠাৎ ্বলে উঠল শাণিত দৃষ্টিটা।ৰ

প্রধান। জ্বতর্জনী তুলেৰ তুমি, তুমি বাবুরালি—জ্বপাথরের মূর্তির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দয়ালৰ য়্যাঁ, য়্যাঁ তুমি, কৃপনাথ।

ডদয়াল কোনো সাড়া দেয় নাঙ্গ.

তুমি, তুমি, কেডা তুমি? জ্বকৌতূহলী করুণ হেসেৰ দয়ালঙ্গ দয়ালঙ্গ তুমি দয়ালঙ্গ

দয়াল। য়্যাঁ, স্মরণে আসে, প্রধান?

প্রধান। জ্বহেসে তর্জনী তুলেৰ হ্যাঁ, আসে স্মরণে আসে। দয়ালঙ্গ দয়ালঙ্গ তুমি দয়াল।

জ্বদু-ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে চোখ দিয়ে প্রধানের। গুরু গুরু মেঘের ধবনি।ৰ

দয়াল। আজ আমাদের নবান্নের উৎসব প্রধান।

প্রধান। নবান্নের উৎসবঙ্গ ভালো, ভালো, নবান্ন ভালো। সুদিন পড়েছে সবঙ্গ দুঃখের দিন সব কেটে গেছে। কেটে গেছে সব দুঃখের দিন। আর আসবে না।

দয়াল। যদি আসেই, তো ডর কিসেরঙ্গ

প্রধান। ডর নেইঙ্গ দুখেরে ডরাও নাহু, য়্যাঁ, ডরাও না দুখেরেঙ্গ বেশ, বেশ, বেশ ভলো। ভালো। ভালো।

দয়াল। ডর আছে, কিন্তু প্রধান, মন্বন্ত্রের দাপটও তো গিয়েছে এই মাথার ওপর দিয়ে, মরিনি তো সবাই আমরাঙ্গ আমরা তো বেঁচেই আছি। এই যে তোমার কুঞ্জ, নিরঞ্জন, এই যে বরকত, সখীচরণ। চেনে তো সব এদের? কই মরিনি তো আমরা সবাই মন্বন্ত্ররে।

প্রধান। ম রনি, ম রনি মন্বন্ত্র রে, ভালো। ভালো। ভালো। কিন্তু দয়াল, মন্বন্ত্র র যদি আ বা র আসেঙ্গ আ বা র যদি আসে সেই মন্বন্ত্র রঙ্গ

ঙ্গগু রুগু রু মেঘে র আওয়াজ। জলভ রা কালো মেঘে র একটা অংশ উঠে এল উৎস ব অন্দ্বগনে র এক চতুর্থাংশে র ওপ র কালো ছায়া ফেলে।ৰ

ঙ্গমেঘে র দিকে লক্ষ্য ক রেৰ এই দ্যাখো নিচে এই উৎস ব, ক ত আ!াদ, ক ত আনন্দ্র, কিন্তু আ বা র ঐ ঐখানে, ঐ ওপ রে, দ্যাখো ক ত বড়ো একটা গোলযোগ গুঁড়ি মে রে এগিয়ে আসছে। ক ত বড়ো একটা গোলযোগঙ্গ ক ত বড়ো একটা—

ড বিকৃত মুখে মাথা নাড়তে লাগল।

দয়াল। জানি প্রধান, মানি তোমা র আশন্দ্বকা। কিন্তু এ ক থাও জেনো প্রধান, যে গত বা রে র মতো এ বা র আ র আকাল আচম্বিতে এসে আমা র চোখে র ওপ র থেকে আমা রই প রিজনহ্লু, আমা রই স্বজন, আমা রই বগুধু বাগুধ ব ঙ্গজনতা র দিকে হাত তুলে দেখিয়েৰ এই এ রাই তো আমা র আত্মীয় প রিজন, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পা রবে না এদে র। কিছুতেই না। এদে র নিতে হ লে আগে আমাকে নিতে হ বে, আমা রে ঘায়েল ক রতে হ বে, এট্রা ব্য বস্থ্যা র ওলট-পালট ক রে ফেলে দিতে হ বে প্রধান, ত বে, ত বে যদি পা রে। জো র, জো র প্রতি রোধ প্রধান এ বা রঙ্গ জো র প্রতি রোধঙ্গ জো র প্রতি রোধঙ্গ

প্রধান। ঙ্গজো রে চীৎকা র ক রে ফেটে পড়ে জড়িয়ে ধ রে দয়ালকেৰ দয়ালঙ্গ

য বনিকা

৪৭.১৪ সা রাংশ ঃ ঙ্গন বান্ন ঃ চতুর্থ অন্দ্বকৰ

আ বা র সেই আমিনপু র। কিন্তু এ যেন এক নতুন গ্রাম। হ ক চকিয়ে যায় তা রা। এখানে বাড়ি উঠেছে। তাই কুঞ্জ বলে, এও য্যানো আ বা র কা র বাড়ি এসে উঠলাম।' রাধিকা ক্লান্ত্র অ বসন্ন ক্ষীণ কণ্ঠে উ২চা রণ ক রে, 'আ র ঠাও রই ক রা যায় না অগুধকা রে। তাদে র কণ্ঠস্ব র শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে নি রঞ্জন। তা রপ র দুই ভাই আ র দুই বৌ-এ র মিলন হ য়—এক বিষাদঘন মমতামেদু র প রি বেশ সৃষ্টি ক'রে।

[৪র্থ অন্দ্বক, ১ম দৃশ্য]

অপ রদিকে। প্রধান, কুঞ্জ আ র রাধিকাদে র থেকে বি২৬ন্ন হ য়ে গিয়ে ঘু রতে ঘু রতে এসে ওঠে এক হাসপাতালে। প্রায় উন্ন্দাদগ্রস্তু প্রধানে র চোখ দিয়ে হাসপাতালে র চিকিৎসা ব্যাপা রে নিদা রুণ দু র বস্থ্যা র প রিচয় পাওয়া যায়। [**৩য় অন্দ্বক, ২য় দৃশ্য**] তা রপ র ওখান থেকে প্রধান ঘু রতে ঘু রতে ফি রে আসে গ্রামে। আমিনপু রে সে যখন ফি রে আসে তখন গোটা আমিনপু রে র চালচিত্রটাই গেছে বদলিয়ে। দুর্ভিক্ষ আ র হাহাকা রে র ক বল থেকে মুক্তি পেয়েছে আমিনপু র। ফি রে পেয়েছে তা র পূর্বেকা র স্বাভা বিক জী বনযাত্রা। ন বান্নে র উৎসবে মুখ র হ য়ে উঠেছে সমস্তু গ্রামটা। ন বান্নে র উৎস বমুখ র আনন্দ্রঘন দিনে আমিনপু রে র হিন্দ্রু-মুসলমান অধি বাসী বৃন্দ্র তাদে র প্রাণে র প্রধানকে ফি রে পেয়ে আত্মহা রা হ য়ে ওঠে। দয়াল জানায়—'আজ আমাদে র ন বান্নে র উৎস ব প্রধান।' [**৪র্থ অন্দ্বক, ৩য় দৃশ্য**] শোষণমুক্ত সমাজে র

স্বপ্ন নিয়ে তার আনন্দ, তার উৎসবের আয়োজনে দৃঢ়সংকল্প ঘোষণায় নাটকের পরিসমাপ্তি। 'নবান্ন' নাটকে এটি আর একটি নূতন মাত্রা সংযোজন করেছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ইঙ্গিত, এই নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য। গণচেতনা বৃদ্ধির এই প্রচেষ্টা 'নবান্ন' নাটকের উজ্জ্বলতম দিক। যে মানুষ একসময়ে প্রাণঘাতী দাঙ্গার সামিল হয়ে পারস্পরিক হানাহানিতে লিপ্ত হয়, সেই মানুষেরাই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে উৎসবের আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি রচনা করেছে।

প্রধানও সেই আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘটনার ঘনঘটায় সে মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। ঘটনার সুস্থিরতায় হৃত ভারসাম্য পুনঃ অর্জিত হয়। স্বাভাবিকভাবে সে নবান্নের উৎসবে যোগ দেয়। 'নবান্নের উৎসব ভালো, ভালো, নবান্ন ভালো। সুদিন পড়েছে সব দুঃখের দিন সব কেটে গেছে। কেটে গেছে সব দুঃখের দিন।' কিন্তু তবুও মনের তলায় তির তির করে বয়ে চলে সংশয়ের স্রোত। তাই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'আর আসবে না'

প্রধানের আশঙ্কার উত্তর দেয় দয়াল বলিষ্ঠ বিশ্বাসভরা দৃঢ় সংলাপে—'জানি প্রধান মানি তোমার আশঙ্কা। কিন্তু একথাও জেনো প্রধান, যে গতবারের মতো এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে, আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন, আমারই স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব...ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের।...কিছুতেই না। এদের নিতে হলে...এট্টা ব্যবস্থার ওলট পালট করে ফেলে দিতে হবে, তবে যদি পারে। জোর জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার। জোর প্রতিরোধ। জোর প্রতিরোধ।

[৪র্থ অঙ্ক, শেষ দৃশ্য]

নবান্নের উৎসব মুখর দিনে দয়ালের প্রত্যয় দৃপ্ত শপথের মধ্যে নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে। কাহিনীর সমাপ্তি সংলাপ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করছে এই নাটক প্রতিরোধের নাটক। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই মন্তব্য খুবই যুক্তিগ্রাহ্য হবে যে গতানুগতিকতা বর্জিত 'নবান্ন' বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র সংযোজন, একটি অনন্য আস্বাদ, একটি অনাবিষ্কৃত দিগন্তের বার্তাবাহী।

৪৭.১৫ অনুশীলনী ২

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) তা ও বেঁচে থাক বাবা........................ , বেঁচে থাক আমার...................... , না হয় .... পয়সা নেবে, জিনিষটি তো ঠিক পাওয়া যাবে।

(খ) থাকবার মধ্যে................. ছিল, গেল। গেল। পথে নেমে দাঁড়াবারও .... সইল নারে কুতুও, ... ঘরে উঠে এল। ঘর বার সব .... হয়ে গেল।

(গ) আপনি বাঁচলে তো .... মিথ্যা সে .... । .... যতেক চাষী .... পাতনি।

২। (ক) 'কুঞ্জ ও কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ।' —প্রসঙ্গটি কী? বক্তা কে? কাকে বলেছেন? উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে লিখুন।